

ସ୍ରୋତେର ହୃଦୟ

ନାଟକ

ଶ୍ରୀଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ

ରଙ୍ଗମହଲେ

ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ—୧୯ଶେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୪୨

ଫ୍ରୋଣ୍ଟାପାର୍ଡ ବୁକ କୋମ୍ପାନୀ

୨୧୬ନଂ ବର୍ଣ୍ଣଓୟାଲିସ୍ ଟ୍ରିଟ୍,

କଲିକାତା ।

প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১৬নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা।

B1182



দাম—পাঁচসিকা

প্রিন্টার—শ্রীধর্মদাস ঘোষ
রুদ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬৬, মার্গিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

আমার বড় আদরের

:অমল ও মনুকে

দিলাম

নাটকের ভূমিকা লেখার একটা ট্রাডিশান আজকাল আমাদের গড়ে' উঠেছে। যে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হয়, তা'র মালিক থেকে শুরু করে' সিন্ফটার পর্য্যন্ত সকলকে দফায় দফায় কৃতজ্ঞতা জানানোই হয়েছে ভূমিকা লেখার দস্তুর। নাট্য-জগতে কুপার পাত্র যদি কেউ থাকে,—সে নাট্যকার ; তা'র নাটকখানি অভিনয় করে' সকলে তাঁকে ধ্যে অপরিসীম দয়া করেছেন, তার জন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত না থাকাই উচিত। কিন্তু, নাট্যকার এবং নাটক না হলে রঙ্গমঞ্চ চলে না। এবং নাটকের সু-পরিচালনা এবং সু-অভিনয়ের উপর নাট্যকারের চেয়ে বেশী নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ। তথাপি, যে বেচারী জনে জনে এত কৃতজ্ঞতা বিতরণ করেন তা'র জন্ত তাঁ'র কাছে আর কারও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কি না, সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?

নাটকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকে, তা'র জন্তই হয় ভূমিকার প্রয়োজন। কিন্তু, আমার মনে হয়, অঙ্কের পর অঙ্ক, এবং দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়েও যে নাটকের বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করা যায়নি, তা'র ভূমিকা না লিখে' অর্থ-পুস্তক লেখবার জন্ত বটতলার শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। অবশ্য, বার্নার্ড শ'-এর ভূমিকা তাঁ'র নাটকের চেয়েও বৃহৎ। কিন্তু তাঁ'র নাটক আর ভূমিকার সীমা-রেখা কোথায়, তা' আজ পর্য্যন্ত বুঝে' ওঠা যায়নি !

'স্রোতের ফুলের' বিষয়-বস্তু নাটকের ভিতরেই যথেষ্ট সুস্পষ্ট বলে' আমার ধারণা। কাজেই, তা'র ভূমিকার আবশ্যক আছে বলে' আমার মনে হয় না। এবং সেই কথাটি বলবার জন্তই আমার এই ভূমিকা !

কপায়তন, বেলগাছিয়া,

কলিকাতা

রামনবমী, ১৩৪৮

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

পুরুষ

স্মার উমাশঙ্কর	...	অভিজাত প্রৌঢ়
নিখিল	...	উমাশঙ্করের জামাতা
প্রশান্ত	...	নিখিলের বন্ধু
মোহিত	...	নৃত্য-শিক্ষক
তিমির	...	সঙ্গীত-শিক্ষক
রাসবিহারী	...	তবলা-বাদক
মিঃ দাস	...	নিলামওয়াল
অসীম	...	উমাশঙ্করের পুত্র
সতীশ	...	ভদ্রলোক

স্ত্রী

প্রতিভা	...	সম্ভ্রান্ত মহিলা
ডলি	...	উমাশঙ্করের বড় মেয়ে
লুসি	...	” ছোট মেয়ে
নীলা	...	কলাভবনের সভ্যা
শান্তি	...	” ”
ইলা

সংগঠনকারীগণ

পরিবেশক	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যকার	...	" ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী	...	" ধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	...	" ব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চ শিল্পী	...	" মনীন্দ্র দাস (নাহুবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	" মতিলাল সেনগুপ্ত
আহার্য-সংগ্রাহক	...	" কুলদা গুপ্ত
পরিচালক	...	" প্রভাত সিংহ
সঙ্গীত শিক্ষক	...	" রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
হারমোনিয়াম	...	" হরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো	...	" সুধীরচন্দ্র দাস (ভণ্ডুল)
সঙ্গত	...	" পূর্ণচন্দ্র দাস
ক্রুরি ওনেট	...	" শরদিন্দু ঘোষ
ট্রামপেট	...	" বৃন্দাবন দে
চেলো	...	" ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা	...	" কালী সরকার
এম্প্লিফায়ার	...	মধুসূদন আঢ্য ও মদন মোহন আঢ্য

আলোক-সম্পাদকরাগণ—শ্রীবিভূতি রায়, শচীন ভৌমিক, মদন দাস,
 • শ্যামাপদ কর ।

রূপসজ্জাকার — শ্রীরাখাল চন্দ্র পাল, বিভূতি দাস, তারাপদ দাস ।

স্মারক—শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য, অধীর ঘোষ ।

মঞ্চায়াকরণ—শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ, ভুবন দাস, ভূষণ সামন্ত,
 গৌরীরাম কুম্ভী, গোপাল দাস, রাম চন্দ্র ঘোষ, ভানু মাইতি,
 সুবল সাধুর্থা ।

প্রথম অভিনয় রজনীর আভিনেতৃগণ

উমাশঙ্কর	...	রবি রায়
নিখিল	...	প্রভাত সিংহ
প্রশান্ত	...	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
মোহিত	...	ভূমেন রায়
তিমির	...	জহর গাঙ্গুলী
রাসবিহারী	...	বেচু সিংহ
মিঃ দাস	...	প্রফুল্ল দাস
অসীম	...	দেবী চক্রবর্তী
সতীশ	...	গোপাল মুখোপাধ্যায়
বেয়ারা	...	দেবীতোষ রায়চৌধুরী
বয়	...	গণেশ
মিসেস প্রতিভা সেন	...	বেলারানী
ডলি	...	পদ্মাবতী
লুসি	...	শেফালিকা
নীলা	...	রেবা দেবী
শান্তি	...	স্নেহ ব্যানার্জী
ইলা	...	রাগু দেবী

সভ্যাগণ—রেখা, রমা, আশা, ছলানী, বীণা ও ইন্দু

শ্রোতের ফুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীর উমাশঙ্করের বাড়ীর নাচ-ঘর। বহু নিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত। 'ভারতী কলা-ভবনের' মেয়েদের একটা প্রোগ্রাম চলিতেছে। শান্তি নাচিতেছিল—তাহার নাচ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

সকলে—সুন্দর ! Beautiful !

মোহিত—শান্তির নাচ দেখলে Evolution-এর মানে বোঝা যায়।

তিমির—এটা ঠিক তোমার প্রশংসা হলো না কিন্তু, শান্তি !

মোহিত—কেন ?

তিমির—Evolution-এর কথা উঠলেই Darwin সাহেবকে মনে পড়ে।

আর, সেই সঙ্গে যে জীবটিকে মনে পড়ে, তার কি রূপ, কি গুণ, কোনটার প্রশংসাই এ যাবত কখনও কেউ করেন।

লুসি—বানরের আর যে কোন গুণই থাকুক না কেন, তা'র নাচের তারিক কেউ কখনো করেছে বলে শুনিনি।

নীলা—কিন্তু, তা'র কলা-অনুরাগের কথাও কি শোনিনি, লুসি-দি।

লুসি—শুনোছ, কিন্তু সে কদলীর লিষ্টে নৃত্যকলার নাম নেই।

তিমির—এটা তোমার ভুল লুসি ! বানর নাচ বলে' যে জিনিসটা আছে—

শ্রোতের কুল

লুসি—তা'তে নাচ থাকতে পারে, কিন্তু কলা নেই। কারণ, বানরের
এক্সপ্ৰেশান যদি কোথায়ও থাকে, সে কেবল মুখে, হাতেও
নেই, পায়েও নেই।

মোহিত—আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম। এতদিন
আমরা যে-নাচ দেখে এসেছি, থিয়েটারী নাচ,—পাঁচের পা,
সাতের তেহাই,—তা'তে রাইম হয়তো ছিল, কিন্তু expression
ছিল না। শাস্তির নাচে আছে expression, কিন্তু খটাখট
ছাত পেটা নেই।

উমা—আগেকার নাচে expression ছিল না, এ কথা ঠিক নয় মোহিত।
থিয়েটারী নাচের কথা আলাদা। কিন্তু বাঙ্গালীদের নাচ তুমি
দেখনি, চমৎকার তাদের expression !

মোহিত—তা' দেখবার সুযোগও আমার দু-একবার ঘটেছে। তাদের সে
expression নাচের নয়, সমজদারের কাছ থেকে পয়সা
আদায়ের জন্ত চোখের ও হাতের একটা বিশেষ কসরত্ মাত্র।

রাস—অর্থাৎ ছনিয়ায় নাচতে জানো কেবল তুমি। খুব যা' হোক।
বাঙ্গালীর নাচ দেখলে কোথায়? দেখতে যদি লক্ষ্মোয়ের কেশরী
বাঙ্গালীর নাচ—

মোহিত—খাম রাসবিহারী, তোমার লক্ষ্মোয়ের কেরামতির গল্প শুনে
শুনে অরুচি হয়ে গেছে। ভ্যাগাব্যাণ্ড হয়ে রাস্তায় রাস্তায়
ঘুরে বেড়িয়ে, এখানে এসে বাঙ্গালীর নাচের গল্প শোনাচ্ছ!
তা'দের গেট্ কখনও ডিঙাতে পেরেছ?

রাস—তা'র তুমি কি জানবে? কত আসরে কেশরী বাঙ্গালীর সঙ্গে
সঙ্গত করেছি জানো?

শ্রোতের ফুল

মোহিত—হ্যাঁ ! আর লোক পায়নি—তোমাকে ডেকেছে সঙ্গত করতে !
রাস—পাবে না কেন ? বাজিয়ে ছিল অনেক, কিন্তু এই রাসবিহারী না
হ'লে কেশরী বাজিয়ে নাচ হতো না ! আমার মত লয়দারী
বাজনা বাজাক্ দেখি ক'টা লোকে পারে ! এ বাবা ঘরোয়ানা
বোল, ঘরোয়ানা তেহাই। যেমন তেমন ওস্তাদের কাছে
শেখা নয়। কেশরী বাজি তোমার মত বেতলা নাচ'ত না, তাই
তা'র রাসবিহারীকে দরকার হতো—

মোহিত—Shut up, you stupid !

উমা—আহা, এ তোমরা কি আরম্ভ করলে, Order, order !

রাস—দেখুন না, আমার ওস্তাদের নিন্দে করে ! আমি ওকে—

মোহিত—Well, come on—

নিখিল প্রস্থানোদ্ভূত

উমা—Sit down, sit down ! ওকি নিখিল, উঠছ যে !

নিখিল—হ্যাঁ।

উমা—এখনই আবার প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে। [নিখিল চলিল]

তোমার কোন অমুখ বিমুখ করেনি তো ?

নিখিল—না।

উমা—তবে উঠছো কেন ? বসো না !

নিখিল—না, আমার মাথাটা—

উমা—মাথা ধরেছে ? একটু অডিকোলন—

ডলি—ও অডিকোলনের কাজ নয় বাবা, মধ্যমনারায়ণের দরকার—

নিখিল—উত্তম-মধ্যমের প্রয়োজন আমার নেই ডলি। যাদের দরকার,

দুঃখ এই, যে তাদের তা' দেওয়ার লোক নেই !

প্রস্থান

শ্রোতের ফুল

সতীশ—লোকটা তো বড় গৌয়ার ।

উমা—গৌয়ার ঠিক নয়, তবে একটু খেলালী ।

মোহিত—একটু নয়, অনেকখানি ! খেলালের মাত্রাধিক্য হ'লেই তা'কে
পাগলামো বলে ।

উমা—যাদের পরমা আছে, খেলাল তাদের একটু অধিক মাত্রায় থাকেই
মোহিত !

সতীশ—ওঁর বুঝি খুব পরমা আছে !

উমা—হাঁ, লক্ষপতি !

সতীশ—লক্ষপতি !—ভদ্রলোকটি কে ?

উমা—আমার জামাই ।

লুসি—চেনেন না ? উনি আমার বাবার জামাই—মানে, আমার
ভগিনীপতি ।

নীলা—ডলি-দির স্বামী ?

লুসি—অবিকল ।

তিমির—লক্ষপতি বিয়ে করেছেন বড় নাইটের মেয়ে !

উমা—ডেঁপো ছেলে—

উমাশঙ্করের প্রস্থান

লুসি—নিজে গোণেন কড়িকাঠ, বউ বেড়ায় নেচে-গেয়ে ।

ডলি—ডেঁপো মেয়ে—

নীলা—ডলি-দির স্বামী ? আশ্চর্য্য তো !

লুসি—আশ্চর্য্যের কিছুই নাই । ডলি-দির স্বামী হ'লে আশ্চর্য্য হওয়ার
কথা ছিল : কিন্তু তা'তো নয়,—উনি ডলি-দির ব্যাঙ্ক !—
এই মাত্র ।

শ্রোতের ফুল

ডলি—কি জ্যাঠামো কচ্ছিস্ লুসি !

লুসি—মাপ করো ডলি-দি, ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমার দিদি, আর আমি তোমার দু'বছরের ছোট ।

শান্তি—মিছেই তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্ লুসি, অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা ।

লুসি—কোনই সন্দেহ নেই । কিন্তু অমন ব্যাক পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয় শান্তি,—যে ব্যাকে ডিম্-অনার্ড হওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই ।

তিমির—সে কথা ঠিক, একটা স্বামী-ব্যাক থাকলে আর dishonoured হওয়ার ভয় নেই ; বে-পরোয়া unlimited company নিয়ে float করা চলে, ডোব্বার আশঙ্কা নেই ।

মোহিত—খালি তোমাদের পরচর্চা—

লুসি—জগতের সকল চর্চাই যে পরচর্চা মোহিত বাবু! আপনার চর্চা করে কেবল দু-একজন,—যেমন আপনি ।

মোহিত—কেন, নিখিল বাবু । তিনি তো জগতের কোন ধারই ধারেন না, নিজেকে নিয়েই নিজে আছেন ।

লুসি—কিন্তু, নিজের চর্চা তো তিনি করেন না । হ্যাম্লেটের সঙ্গে নেপোলিয়ানকে এক কড়ায় চাপিয়ে তা'তে টল্‌গুয়ের কৌড়ন দিলে যে পদার্থটি তৈরী হয়, সেইটিই নিখিল-দা ।

সতীশ—বড় অদ্ভুত খিঁচুড়ি তো !

মোহিত—হাঁ, মোগলাই বিরিয়ানিকেও হার মানিয়ে দেয় ।

ডলি—নে লুসি, এইবার চল ।

মোহিত—সে কি ? এরই মধ্যে ?

ডলি—আমার আর ভালো লাগছেনা ।

শ্রোতের কুল

মোহিত—ভালো লাগছে না কি ! এইবার যে তোমার প্রোগ্রাম !

ডলি— কি করে' থাকবে বল, ওদিকে যে শূল-বেদনা ধরেছে !

লুসি— কা'র শূল-বেদনা ধরল ? তোমার না নিখিল-দার ? (হাস্ত)

মোহিত—আহা, বেচারী ! দাঁড়াও, চট করে আমি প্রোগ্রাম শেষ করে'
দিচ্ছি ! তোমার নাচটা হ'য়ে গেলেই—

ডলি—আমি নাচব না !

মোহিত— তা'হলে এস শান্তি,—go on !

শান্তি—কেন ? নাচবে না কেন ? আগাগোড়া আমাকেই নাচতে
হবে ? আমি পারবনা !

মোহিত—বোঝনা কেন শান্তি, ডলি নাচলে নিখিলবাবু হয়তো রাগ
করবেন ।

শান্তি—রাগ করবেন ? কেন, নাচ শিখতে আপত্তি নেই, আর মেজাজ
খারাপ হবে নাচতে দেখলে, সে হবেনা ঠুঁকে নাচতে হবে ।

মোহিত—বড় একগুঁয়ে তুমি শান্তি, কথা বললে বোঝনা ।

শান্তি—বুঝনা কেন ? বুঝি সবই । ডলি-দি অমন নাচতে পারে,
অথচ নিজের বাড়ীতে সে নাচবেনা । তবে নাচবে কি
চৌরঙ্গীর ট্রাম ডিপোয় !

তিমির—আহা, বোঝনা কেন শান্তি,—পার্টনার—পার্টনার—

শান্তি—তাই বল । নিখিলবাবু ডলি-দির নাচ সহিতে পারবেন, কিন্তু
পার্টনার সহিতে পারবেন না ।

রাস—লক্ষ্মীর কেশরীবাঈ কিন্তু—

মোহিত—You shut up ! বাজাও—

রাস—বাজাও ! বললেই হ'ল । কি বাজাব বলতো মাথামুণ্ডু ! হ'ত

শ্রোতের ফুল

দাদরা, হ'ত ঠুংরী, দেখিয়ে দিতুম বাজিয়ে। সে দেখেছে
লক্ষ্মীর কেশরীবাঈ—

মোহিত—Idiot !

রাস—খালি টেনে টেনে নাকিসুরে গান, আর বেতলা নাচ ! এ বাজনা
রাসবিহারী বাজায় না।

তিমির—রাগ করোনা রাসবিহারী,—বাজাও। তোমার সঙ্গতের সঙ্গে
গাইতে গাইতে হয়তো এখানেও কেশরীবাঈ গড়ে উঠবে।

রাস—অসম্ভব নয় !

মোহিত—তা'হলে next item আরম্ভ হোক—কমলার গান—

তিমির—কোথায় কমলা, তার কি আর আসবার জো আছে !

মোহিত—Oh, I see ! আচ্ছা তা'হলে তুমি গাও ইলা—

ইলার গান

সে কোন্‌ চাঁদিনী রাতে, সে কোন্‌ আলো-ছায়ায়,

তোমাতে আমাতে দেখা স্বপন-মধু-মায়ায় !

পাগল পাপিয়া গানে

এ মুখে প্রলাপ আনে—

সহসা সরম টুটি' মুখর ৷ রে তোমায় !

ছুজনে পুলকে জাগি মদির মাধবী রাতি—

পুলকিত্ত তৃদলে শিখিল শরন পাতি !

প্রথম প্রভাতী আলো

এ চোখে লাগিল ভালো,

প্রথম নিখিল ধরা ভরিল নব শোভায় !

শ্রোতের ফুল

উমাশঙ্কর ও অসীমের প্রবেশ

উমা—না, তা' হবেনা। সে তোমাকে আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। ও-সব ছোট-লোকমি চলবে না। কই, কোথায় সে মেয়েটা ?

ডলি—কা'র কথা বলছ বাবা ?

উমা—বুঝতে পাচ্ছনা—কা'র কথা বলছি ! কমলা—কমলা ! কোথায় সে ! বা'র করে দাও—বা'র করে দাও—

মোহিত—কমলা আসেনি—

উমা—কোন্ মুখ নিয়ে আসবে ! কখনও তা'কে চুক্তে দিয়োনা, এ বাড়ীতে নয়,—ক্লাবেও নয়—

লুসি—সে কি করেছে বাবা ?

উমা—কি করেছে ! তোমার এই গুণধর ভাইটিকে জিজ্ঞাসা কর। অসীম, আজ থেকে তুমি আর কোথায়ও এক পা বেরোবে না— আমার সামনে থাকবে—সব সময় !

অসীম—কেন, আমি কি করেদী ?

উমা—What ! what ! হাঁ করেদী, নিশ্চয় করেদী, একশবার করেদী ! তা'র সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে পারবে না,—সে তোমাকে আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।

অসীম—তোমার এ জুলুম আমি মান্বে না—

উমা—মান্বে না ? তোমাকে আমি চাব্কে দোবো—

অসীম—চাবুক অত সস্তা নয়। চাব্কে দেবে ! কেন ? তার উপর আমার কোন কর্তব্য নেই ?

উমা—না, নেই ! অবাধ মেলামেশা করতে এসে, নিজেকে যে বাঁচিয়ে চলতে পারেনা, তা'র উপর কারোই কোন কর্তব্য নেই। সে

শ্রোতের ফুল

হবেনা। তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাইনা। যা?
বল্‌নুম, তোমাকে তাই করতে হবে। যাও—যাও—

অসীম—আচ্ছা,—যাচ্ছি—

প্রস্থান

উমা—বিয়ে করবে! বিয়ে? চাবুক সস্তা কি না আমি ভালো করে'
দেখিয়ে দেবো! আমি স্থার উমাশঙ্কর—কই মোহিত,
তোমাদের নাচ গান বন্ধ করলে কেন? ছোকরা মেজাজটা
খারাপ করে দিয়ে গেল

মোহিত—আজ আর থাক্—

উমা—কেন? কেন? ওই অসীমের জন্তু? pooh! ও কি আবার
একটা মনে করে' রাখবার মতো! ছেলেমানুষি, পাগ্‌লামি—
নাও, চলুক তোমাদের প্রোগ্রাম—নাচ-গানের প্রয়োজনই তো
এই জন্তু! চালাও—চালাও—

রাস—লঙ্কায়ের কেশরীবাঈ—

মোহিত—তোমাকে চাব্‌কেছিল!

রাস—দেখ মোহিতবাবু—

মোহিত—চাব্‌কায়নি? তা'হলে অসীমকে না চাব্‌কে, সেই দাওয়াইটা
আপনি একে যদি একটু দেন,—ওর কেশরীবাঈ রোগ না
সারলে আমরা যে পাগল হ'য়ে যাব।

উমা—(হাসিয়া) একটু বেশী বকে বটে! কিন্তু লোক ভালো। যেতে
দাও—যেতে দাও—তোমরা আরম্ভ কর। খুব জমাটি একটা
গান—কোরাস্

শ্রোতের ফুল

মোহিত—গাও—বকুলগন্ধে —

মেয়েদের গান

বকুলগন্ধে উত্তল হ'ল দখিণ হাওয়া !—

উত্তল হ'ল দোতুল পাতার বাতায়নে

ফুল-নয়নে আকুল চাওয়া !

পাখীর বকের ঘুমন্ত গান উঠ'ল জেগে—

কোন্ কুহকীর পরশ লেগে উঠ'ল জেগে বকুল-গন্ধে !

উঠ'ল জেগে নিঝর-ধারায় পাষণ-কারায়

নিঝরিণীর যে গান সেদিন হয়নি গাওয়া !

আজ ফাগুনের তৃষ্ণাভরা যৌবনে—

মৌ পিয়ে যায় মৌ-বনে,—

তৃষ্ণা-পাগল মৌমাছিদল মৌ পিয়ে যায় মৌ-বনে !

আজ আকাশে, আজ বাতাসে,

শিহরণের বস্তু আসে—

বস্তু আসে বনে বনে মনে মনে স্বপন-ছাওয়া !

শ্রোতের ফুল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্তার উমাশঙ্করের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। নিখিল এক কোণে কোঁচের উপর বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। লুসি প্রবেশ করিল।

নিখিল—তুমি যে নাচের আসর থেকে চলে এলে লুসি ?

লুসি—তুমি এলে কেন ?

নিখিল—জানোই তো আমার ও-সব ভালো লাগে না। তা'ছাড়া আমি এলেই যে তুমি আসবে, তারই-বা মানে কি ?

লুসি—মানে কিছুই নেই,—আর তা' নেই বলেই এসেছি। থাকলে অবশি আসতে লজ্জা হোত,—যদিও ভগিনীপতির সঙ্গে ফ্লার্ট করাটা পৃথিবীর সর্বত্রই চ'লে থাকে।

নিখিল—আমার সঙ্গে তুমি flirt করবে নাকি ?

লুসি—পারলে মন্দ হতো না। ডলি-দি যখন তোমাকে এটেণ্ড করছে না, তখন সে সুযোগ আমার আছে ; তা'ছাড়া, তুমি যখন আমার ভগিনীপতি, তখন সে অধিকারও আমার আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলে না।

নিখিল—কারণ ?

লুসি—কারণ, ফ্লার্ট করবার মতো এলিমেন্ট তোমাতে নেই।

নিখিল—Element নেই ?

লুসি—না, তুমি তো ডায়োজিনিসের মতো জলপাত্রে বাসা বেঁধে বসে' আছ। কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেই হস্ত চেষ্টা উঠবে,—
'ছেড়ে দাও, আমার ঈশ্বরের রোদ্দ ছেড়ে দাও !'

নিখিল—(হাসিয়া) তাই নাকি ! এত বড় দার্শনিক আমি ?

শ্রোতের কুল

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—তোমরা এখানে বসে' রয়েছ? ও-ঘরে প্রোগ্রাম্ চলছে যে!

নিখিল—তুমি যাও লুসি।

উমা—আর তুমি? যাও না,—অত shy কেন?

লুসি—ওঁর যে একজামিনের পড়া রয়েছে বাবা!

উমা—Examine! কি examine?

লুসি—ঠিক জানি না, বোধ হয় সাইকলজির।

উমা—নিখিল কি ফিলজফি পড়ছ নাকি?

লুসি—বল নিখিল-দা—“আমি যদি আলেকজেন্দার না হইতাম, তাহা হইলে আমি ডায়োজিনিস্ হইতে চাহিতাম!”

হাসিয়া প্রহান

উমা—(হাসিয়া) You naughty girl! হাঁ, নিখিল,—তুমি প্রশান্ত বাবুকে চেন?

নিখিল—প্রশান্ত?—নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে!

উমা—লোকটার নাকি অগাধ পয়সা। এমন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা মন্দ নয়। মিসেস্ সেন তাকে আজ এখানে নিয়ে আসছেন। এই মহিলাটিকে তুমি পছন্দ করনা,—না?

নিখিল—তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয়ই নেই! তবে, তাঁর ভাইটিকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

উমা—কে? মোহিত? কেন?—খাসা লোক। ডলিকে সে নাচ-গান শেখাচ্ছে। আজকাল মেয়েদের নাচ-গান না শেখাটা বড় লজ্জার কথা।

শ্রোতের ফুল

নিখিল—নিশ্চয়ই ! কিন্তু যা'র তা'র সঙ্গে নেচে বেড়ানো লজ্জার কথা

নয় ! তা'তে আমোদ আছে যথেষ্ট এবং উত্তেজনাও কম নয় ।

উমা—নারীজাতিকে আমোদ দেওয়ার জগুই তো এই সব মোহিতেরা

জন্মেছে নিখিল । তা'দের কাজই এই । নইলে তা'রা

সোসালিষ্ট দলে নাম লেখাবে, না হয় বৈরাগী হ'য়ে তেলকসেবা

করবে । তোমার শাণ্ডিঠাকরুণ তো ধর্মেকর্মে মন দিয়েছেন ।

ডলিও তাঁর মতন মালা জপ্তে শুরু করুক, এই কি

তুমি চাও ?

নিখিল—কিন্তু—

উমা—খুবই সমস্তার কথা,—সে আমি জানি । আর, জানি বলে'ই আমি

সব-জাস্তা সাজতে চাইনা ।

নিখিল—কিন্তু এই লোকটা যে অতি নীচ, অতি মূর্খ—

উমা—কে ? মোহিত ? সে তো ভাল কথা । স্ত্রী যখন flirt করবার

জগু মূর্খদের বেছে নেয়, বুদ্ধিমান স্বামীর তা'তে আনন্দিতই

হওয়া উচিত ।

নিখিল—আমার কিন্তু সে ধারণা নয় ।

উমা—এই ধারণাই করতে শেখ my dear boy,—অথবা কোন ধারণাই

করো না । বর্তমান যুগে লোকের উপহাসের বস্তু না হয়ে বাস

করতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই । অত্যন্ত elastic যুগে

আমরা জন্মেছি নিখিল, কাজেই আমাদেরও elastic হওয়া

ছাড়া আর গত্যন্তর নেই । দুশ্চিন্তা করবার,—খুঁং খুঁং করবার

এ কাল নয় । আমাকেই দেখনা, অসীমের কথা সব শুনেছ তো ?

ডলি বলেনি ?

শ্রোতের ফুল

নিখিল—হাঁ, বলেছে !

উমা—ভেবে দেখতো একবার, কি কাণ্ডটাই না সে করেছে ! আমার ছেলে হ'য়ে একটা middle-class মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়, — যেহেতু তা'র সঙ্গে তা'র love হয়েছে !

নিখিল—ব্যাপারটা শুনেছি নাকি আরও অনেকদূর গড়িয়েছে ! এখন যদি এ বিয়ে না হয়, তা'হলে মেয়েটির স্থান কোথায় ?

উমা—সে চিন্তা আমার নয় । The girl is pretty and the world is big !

নিখিল—চমৎকার ! আপনার বলবার ভঙ্গীর প্রশংসা না করে' পারা যায় না । কিন্তু—

উমা—না । এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই নিখিল । শুধু প্রশংসাই করো না,—অনুকরণ কর । একটা কিছু নিয়ে আহা-নিদ্রা ত্যাগ করে' brood করা কোন কাজের কথা নয় । ওই একটা বড় বিশ্রী স্বভাব আছে তোমার ! এস, dance দেখবে এস—
প্রস্থান

ডলি ও মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—এই যে, একাই বসে' আছেন নিখিলবাবু, নাচ দেখলেন না ?

ডলি—হাঁ, নাচ দেখবে ! তা'তে গুঁর গাঙ্গীর্ষ্য নষ্ট হবে যে !

মোহিত—আপনার স্বামী একজন দার্শনিক মিসেস্ রায় । আমাদের মত চঞ্চল জীবকে উনি ঘৃণা করেন ।

নিখিল—আমি বরং আপনাকে ঈর্ষা করি মোহিতবাবু !

মোহিত—তাই নাকি ? কিন্তু কেন বলুন তো ?

নিখিল—হাতী হওয়ার কোন সুখ নেই । বরঞ্চ প্রজাপতি হ'লে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায় ।

শ্রোতের ফুল

মোহিত—(কথাটা গারে না মাখিবার জন্ত বোকার মত হাসিতে হাসিতে)
প্রজাপতি ! প্রজাপতি ! আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মিসেস
রায়, আমি কি প্রজাপতি ?

ডলি—তা' জানি না, তবে উনি যদি নিজেকে হাতী বলতে চান, তা'তে
আমার একটুও আপত্তি নেই। হাতীর আর কিছু না থাক,—
গাঙ্গীর্ঘ্য আছে, এবং সেটা তার আকারের মতই বৃহৎ। থাক,
খুব হয়েছে, এইবার বাড়ী চল। লুসি আমার সঙ্গে যাবে।
তা'কে একবার ডাক না !

নিখিলের প্রশ্ন

মোহিত—ভদ্রলোকটি আমার দেখতে পারেন না।

ডলি—শুধু তুমি কেন, কা'কে যে উনি দেখতে পারেন, সেইটাই বুঝতে
পারলাম না। অদ্ভুত ! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

মোহিত—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে যে !

ডলি—গাঙ্গীর্ঘ্য জিনিসটা কি ভয়ানক ! তোমাকে কিন্তু কখনও গাঙ্গীর
দেখিনি !

মোহিত—সেটা আমার গুণ না দোষ ?

ডলি—অদ্ভুতঃ, সেটা একটা স্ফোরাস্তি !

মোহিত—আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করো না ?

ডলি—এক কথা একশ'বার বলা-ই যদি বিশ্বাসের প্রমাণ হ'তো, তা'হলে
তোমাকে বিশ্বাস না করে' আমার উপায় ছিল না। কিন্তু তা'
যখন নয়, তখন বিশ্বাসও আমি করি না।

মোহিত—তা'হলে তুমি আমাকে ঠিক চিন্তে পারোনি।

ডলি—চিন্তে পারিনি বলেই বোধ হয় তোমাকে আমি এত পছন্দ করি।

শ্রোতের ফুল

মোহিত—পছন্দ করো তা'হলে ?

ডলি—এফিডেবিট করতে রাজি আছি ।

মোহিত—শুনেছি, নারী পুরুষকে পছন্দ করে সাতযটি রকমে !

ডলি—আর পুরুষ ?—সে নারীকে পছন্দ করে কত রকমে ?

মোহিত—মাত্র দুই রকমে । Either he likes her or he loves her !

ডলি—আর ভালোবাসার রকম আছে ক'টি ?

মোহিত—হয়তো আছে অনেকগুলি, কিন্তু আমি জানি শুধু একটি !

ডলি—নেহাৎ মামুলি কথা । সকল নারীকেই তুমি একই রকম ভালোবাস
—এইটাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?

মোহিত—শুধু একটি নারীকেই আমি ভালোবাসি, আর তা' কি তুমি জানো না ডলি ?

ডলি—কি করে' জানব ? সে নারীটির সঙ্গে তো আর আমার পরিচয় নেই ! ওই যে উনি আসছেন । তুমি এখন যাও,—সরবত খাও গিয়ে !

মোহিত—ঘোলের ?

নিখিলের প্রবেশ

এই যে এসেছেন নিখিলবাবু । 'আচ্ছা, আমি তা'হলে চলি—
মিসেস্ রায় ! নমস্কার !

প্রস্থান

নিখিল—লুসির আসতে একটু দেরী হবে ।

ডলি—আচ্ছা, মোহিতবাবুর সঙ্গে তুমি অমন অভদ্র ব্যবহার কর কেন ?

নিখিল—অভদ্র ব্যবহার ?

শ্রোতের ফুল

ডলি—সবসময়ই তুমি মুখখানাকে পেঁচার মত ভারী করে রাখ। কেন বলো তো? তুমি বড় লোক বলে?

নিখিল—পয়সার গর্ক কখনো করেছি বলে তো মনে হয় না!

ডলি—আমার তো তাই মনে হয়। মোহিতবাবু আমার বন্ধু,—তোমাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। তুমি কেন তা'র সঙ্গে রুঢ় ব্যবহার কর?

নিখিল—কখনো তা'তো আমি করতে চাইনি ডলি!

ডলি—শুধু মোহিতবাবু কেন,—যা'র সঙ্গেই আমার আলাপ আছে, তা'কেই যেন তুমি বরদাস্ত করতে পার না। কারও সঙ্গে আমার কথা বলাটাই যেন তুমি পছন্দ কর না।

নিখিল—ডলি?

ডলি—সত্যি কথা। তুমি যেন আমাকে অসূর্য্যম্পত্তা করে' রাখতে চাও। নবাবী-আমলের হারেমে বন্দী রেখে তুমি কেবল আমাকে শোনাতে চাও তোমার ব্যবসার কথা, স্বীমের কথা, তোমার লাভ-লোকসানের আলোচনা।

নিখিল—আমার উপর তুমি অবিচার করছ ডলি।

ডলি—আর কি সুবিচারটাই করছ তুমি আমার উপর! তুমি চাও ডাল স্টুপিড হ'তে,—আমি চাই হাসতে খেলতে—

নিখিল—একদিন আমরা একসঙ্গেই তো হেসেছি, খেলেছি, ডলি!

ডলি—সে আমাদের বিয়ের আগে। তখন তুমি এমন ছিলেনা। তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই তুমি আমাকে যেন জেলখানার কয়েদী করে' তুলেছ। এ আমি সহ্য করব না। কেন তুমি মোহিতবাবুকে অপমান কর!

নিখিল—যদি করেই থাকি, আমি ক্ষমা চাইছি।

শ্রোতের কুল

ডলি—সেটা তা'র কাছেই চাওয়া উচিত । আজ তিনি আমাকে সিনেমায়
নিরে যেতে চেয়েছেন—

নিখিল—আজ ? এত রাতে ?

ডলি—হাঁ,—ন'টার সোয়ে । তোমার আপত্তি আছে ?

নিখিল—(কিছুক্ষণ পরে) না—

ডলি—তবু ভাল । কি সুন্দর নাচতে পারেন মোহিতবাবু । তুমি কেন
নাচতে পারনা ?

নিখিল—নাচতে কি আর সকলেই পারে—ডলি !

ডলি—কি করে' যে তুমি অত টাকা রোজগার করেছিলে, তাই ভেবেই
আমি আশ্চর্য্য হই !

নিখিল—কেন ? নাচতে পারিনা বলে' ? আমাকে কি তুমি এতই
অপদার্থ মনে কর ?

ডলি—না । অসহায় মনে করি । তা'ছাড়া টাকা রোজগার করতে বুদ্ধি
ততটা লাগে না, যতটা লাগে চান্স্ ।

নিখিল—এটা বুঝি মোহিত বাবুর মত ?

ডলি—তাঁর হ'তে যাবে কেন ? তোমার কথা নিরে আলোচনা করতে
তাঁর ব'য়ে গেছে । তুমি হিংস্ৰটে—জেলান্স্ ।

নিখিল—সত্য কথা । হিংসা তা'কে আমি করি ডলি ।

ডলি—কর তা'তে আপত্তি নেই, কিন্তু ভদ্রসমাজে সেইটে দেখিলে
বেড়িয়োনা । চল,—দাঁড়াও, লুসিকে ডেকে নিরে আসি ।

প্রস্থান

রাসবিহারীর প্রবেশ

রাস—আপনাকে sir, একটা কথা বলব sir. ?

নিখিল—বলুন sir,—

শ্রোতের ফুল

রাস—আপনি মস্ত বড় লোক । কত লোকের কত উপকার ক'রেছেন—

নিখিল—সে অপরাধের জন্ত আমার কি শাস্তি বিধান ক'রেছেন—

বলুন sir—

রাস—আমি বলছিলাম কি sir, আমার যদি একটা উপকার করেন—

নিখিল—Very good sir, বলুন—আমি কি ক'রতে পারি !

রাস—আমি একটা ব্যবসা করবো মনস্থ ক'রেছি—

নিখিল—উত্তম প্রস্তাব !

রাস—আপনি কিছু capital দিয়ে যদি আমায় সাহায্য করেন—

নিখিল—Capital ? capital ! কি ব্যবসা ক'রবেন—শুনি ?

রাস—আজকাল পোলট্রি খুব লাভের ব্যবসা,—বিশেষতঃ যুদ্ধের বাজারে ।

মনে ক'রেছি কিছু শূকরের চাষ করব ।

নিখিল—শূকরের চাষ ?

রাস—হাঁ, sir—

নিখিল—কেন ? যে চাষ ক'রছিলেন ?

রাস—দূর, দূর,—ও কথা আর বলবেন না । সারাজীবন বোণ বাজিয়েই

বলুন sir—তেহাই দিতে পারলাম না—

নিখিল—তা হ'লে তেহাইটা দেবেন কি শূকরের উপর ?

রাস—কি করি বলুন sir ! এরা কেউ আমার কদর বুঝলে না । আমি

রাসবিহারী—লক্ষ্মীর কেশরী বাজিয়ে সঙ্গ সঙ্গ ক'রেছি,
আমাকে বলে কিনা—

নিখিল—সেই আপশোষে একেবারে শূকরের চাষ ?

রাস—তা' যদি বলেন sir, যে চাষ ক'রছিলাম, তা'র চেয়ে ওটা নেহাৎ

মন্দ নয় । এদের যে সব কাণ্ড-কারখানা ! ওই মোহিত

বাবুটি যেন কলিষুগের কেঁট—

শ্রোতের ফুল

মিসেস প্রতিভা সেন ও প্রশান্তের প্রবেশ

নিখিল—আরে ! পশু যে ! তুমি কোথেকে ?

প্রশান্ত—আরে ! Boss !

রাৎ—যাঃ বাবা, তেহাইটা দিতে দিলে না !—

প্রস্থান

প্রতিভা—প্রশান্ত কি পশু নিখিল বাবু ?

নিখিল—মাপ করবেন মিসেস সেন । কাউকে পশু বলা ভদ্র-সমাজে চলে না—তা' আমি জানি । কিন্তু আমরা ওই 'পশু' বলেই ওকে ডাকতাম ছেলেবেলা থেকে । ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলেছি,—দুষ্টামি ক'রেছি । যৌবনে একসঙ্গে কুস্তির আড্ডা চালিয়েছি । কঠোর কর্মজীবনও আমাদের পৃথক করতে পারেনি । সাঁওতাল পরগণায় আমি যখন কয়লার খাদে কোহিনুর খুঁজে বেড়াচ্ছি, পশুও তখন সেখানে মাটি খুঁড়ে বেড়াচ্ছে মাইকার সন্ধানে । তারপর এই কত বছর পরে দেখা !

প্রশান্ত—অনেকদিন । বোধ হয় বছর দশেক হবে । পশু নাম শুনেই চম্কাবেন না দিদি, আমরা ওকে ডাকতাম গুগু নিখিল ব'লে ।

প্রতিভা—তাই নাকি ? এমন নিরীহ মানুষটিকে—

প্রশান্ত—মানুষের বাহিরটা দেখেই বিচার করবেন না দিদি । আপনি জানেন না ওকে—

প্রতিভা—সত্যিই, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ সুযোগ আমার মেলেনি ।

নিখিল—কিন্তু প্রশান্তকে আপনি জানলেন কি করে' ?

প্রশান্ত—এ শুধু পথের পরিচয় নয় নিখিল । ওঁর দয়্যাতেই আজ আমি

শ্রোতের ফুল

শ্রীযুক্ত বাবু প্রশান্ত কুমার হ'য়ে তোমাদের সামনে এসে
দাঁড়াতে পেরেছি—

প্রতিভা—আবার বক্তৃতা শুরু হ'ল !

প্রশান্ত—বাধা দেবেন না দিদি ! এ আমার উচ্ছ্বাস নয়—অন্তরের
আনন্দের অভিব্যক্তি । তুমি জান না নিখিল, আমার অত্যন্ত
হৃদ্বিনে এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল মধুপুরে । এঁরা
অন্ন দিয়ে, অর্থ দিয়ে আমাকে তখন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, নইলে
আমি কোথায় যে তলিয়ে যেতাম, তা'র সন্ধানও পেতে না ।

প্রতিভা—চল্লুম আমি—

প্রশান্ত—না, না, এই আমি চুপ করছি—

প্রতিভা—না, চুপ করলে চলবে না । তোমাদের এই আশ্চর্য্য নামগুলির
মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ।

নিখিল—আমার কথা ছেড়ে দিন । ওকে যে পশু বলে ডাকতাম, সে
প্রশান্তের অপভ্রংশ পশু নয় । ওর একটা খেয়াল ছিল—
যেহেতু ও পিতার অষ্টম সন্তান, সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ না হোক,
অন্ততঃ একটা রাজা-মহারাজা ও হবেই নিশ্চয় !

প্রশান্ত—(উচ্ছ্বসিত হাসিয়া) শুধু খেয়াল নয় দিদি, এটা ছিল আমার হৃৎ
ধারণা ।

নিখিল—তারপর যখন ভূগোলে পড়া গেল যে মাটির ভিতর অনেক ধনিজ
পদার্থ পাওয়া যায়, এক তা' থেকে কতজন বড়লোক হয়েছে,
---তখন ও মাটি খোঁড়া শুরু করে' দিলে । আমাদের সেই
পাড়াগাঁয়ে এমন বনজঙ্গল ছিল না, যেখানে ও খুঁড়ে খুঁড়ে
তলমাটি উপর করেনি । (প্রতিভা ও প্রশান্ত হাসিল) শূন্যের

শ্রোতের কুল

মত মাটা খুঁড়ত বলে' আমরা ওকে শূরোর না বলে'
ভদ্রভাষায় পশু বলতাম।

প্রতিভা—যা'হোক, ওর পাগলামির তবুও একটা মানে ছিল। কিন্তু

নিখিলবাবুকে কেন গুণ্ডা বলা হ'ত প্রশান্ত ?

প্রশান্ত—বিপদ-আপদ দেখলেই নিখিল গিয়ে কাঁপিয়ে পড়ত—কোন
রকম বিবেচনা না ক'রেই—

নিখিল—রং চড়িয়ে বলা না প্রশান্ত ! আমিই বলছি। আপনার এই
বন্ধুটির মতো সুশীল সুবোধ বালকদের শাসনে রাখতে আমার
এই কল্জি ছোটোর মাঝে মাঝে সদ্যবহারের দরকার হ'তো।

প্রশান্ত—হাঁ, নিখিলই ছিল আমাদের boss, ওর কথাই ছিল আইন।
নিখিল যা' বলত, আমাদের তাই করতে হ'ত। নইলে আর
রক্ষে ছিল না।

প্রতিভা—বড়ই আশ্চর্য্য ! অথচ, যে মানুষটিকে আমরা এখন দেখছি,
সে তো ঠিক সে মানুষটি নয়। থাক, সে আলোচনা আর
একদিন হবে। তোমরা আলাপ কর, আমি মেয়েদের সঙ্গে
দেখা করে' আসছি।

প্রহান

প্রশান্ত—দেখ্‌ছো নিখিল, পৃথিবী গোলাকার।

নিখিল—অনেক দিনই তোমার কথা আমার মনে হয়েছে প্রশান্ত। এত
বন্ধুত্ব আমাদের,—তোমার সেই ছদ্দিনে আমার খবর দাওনি
কেন ?

প্রশান্ত—তোমার খবরই কি আমি জানতুম্। এই ক'দিন হ'ল কলকাতার
এসে দিদির কাছে তোমার কথা শুন্‌লাম, মন বললে—বোধ

শ্রোতের কুল

হয় তুমি। তাই গুর সঙ্গে চলে' এলাম। আবার আমাদের
দেখা হ'ল স্মার উমাশঙ্করের বৈঠকখানায়।

নিখিল—তারপর, কতদিন থাকবে এখানে ?

প্রশান্ত—কতদিন কি ! এইখানেই তো নগর ফেলব মনে করেছি।

সুন্যাম, তুমি তো বেশ জমিয়ে নিয়েছ—

নিখিল—হ্যাঁ, বাগিগঞ্জে একখানা বাড়ী—নিজেরা থাকি। শ্রামবাজারে
হু'-তিনখানা,—ভাড়াটে থাকে। আর কিছু জমিজমাও এদিক
ওদিক করা গেছে—

প্রশান্ত—নাইটের মেয়ে বিয়ে করেছ—

নিখিল—তা'তে কোন সন্দেহ নেই প্রশান্ত, নাইটের মেয়েই বিয়ে করেছি !
নাইট-নন্দিনীকে তুমি দেখনি। ওই যে তার sample
আসছে,—যা'কে সংস্কৃতে বলে সম্বন্ধী, আর তোমরা slang
করে' বল—শালা।

অসীমের প্রবেশ

অসীম—রয় ! একটা কথা—

নিখিল—বল।

অসীম—আমি তোমার পরামর্শ চাই।

নিখিল—একটু দেরী হ'য়ে গেছে না ! আরও আগে চাওয়া উচিত ছিল।

অসীম—ওকে তা'রা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নিখিল—তাই না কি ?

অসীম—আমি এখন কি করি ? আমার হাতে যে একটিও পরমা নেই।

নিখিল—শুধু একটি মাত্র পথ আছে,—তা'কে বিয়ে করা।

অসীম—আমি তাই করব, তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর।

শ্রোতের ফুল

নিখিল—যাও এখন, আমি আসছি তোমার ঘরে ।

অসীম—ঠিক আসবে তো ?

নিখিল—আসব ।

অসীম—কথা দিচ্ছ !

নিখিল—হাঁ, হাঁ ।

অসীমের প্রহান

প্রশান্ত—ছেলেটিকে যেন একটু বিব্রত বলে' মনে হ'ল ।

নিখিল—হাঁ, একটা প্রণয়-ব্যাপার নিয়ে ছোকরা একটু মুঞ্চিলে পড়ে' গেছে । ও কিছু নয় । এ সমাজে ও-সব ধর্ভব্যের মধ্যেই নয় । যাক ওই যে নাইট-নন্দিনী এসে পড়েছেন । এস, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—

ডলির প্রবেশ

ডলি, ইনি আমার বহুদিনকার বন্ধু প্রশান্ত ।

ডলি—নমস্কার । এর সঙ্গে বুকি প্রাগৈতিহাসিক যুগে আপনার পরিচয় ছিল ?

প্রশান্ত—হাঁ, ছেলেবেলায়, যখন আমরা ওকে গুণ্ডা নিখিল বলে' ডাকতাম ।

ডলি—গুণ্ডা ? তাই নাকি ? ইনি কি গুণ্ডামি জানতেন নাকি ?

প্রশান্ত—হাতের কজ্জিহুটো দেখছেন,—ঠিক যেন হাতুড়ি ।

ডলি—বটে ! যাক, এতদিনে তবু ওঁর একটা গুণের সন্ধান পাওয়া গেল ।

কাল কিন্তু আপনি আসবেন আমাদের বাড়ীতে,—ডিনারের নেমস্তন্ন রইল । আচ্ছা, সেই পৌরাণিক যুগে উনি এমনিই ছিলেন, না নরলোকের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন ?

প্রশান্ত—না বোধি, কথার অপব্যয় নিখিল কখনই করেনি ।

ডলি—চমৎকার ডিপ্লোমেটিক ভাষায় জবাব দিলেন তো !

শ্রোতের কুল

উমাশঙ্করের প্রবেশ

বাবা, ইন এঁর অনেকদিনের বন্ধু—প্রশান্তবাবু।

উমা—(হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আপনি প্রশান্তবাবু!
মিসেস্ লেনের কাছে শুন্ছিলাম বটে। নিখিলের বন্ধু
আমারও বন্ধু, একথা বলাই বাহুল্য—(জোরে করমর্দন) যাও
ডলি, সকলের সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দাও।

ডলি—আম্বন—

ডলির সহিত প্রশান্তর প্রস্থান

উমা—তোমার বন্ধুটিকে বেশ অমায়িক বলেই মনে হচ্ছে, নিখিল।
একটু যেন rough, সে হোক। ধাতু ঠিক আছে, কেবল
একটু পালিশের স্বরকার। আমার জগু যদি তুমি শুকে
একটু বল—

নিখিল—আপনার জগু ?

উমা—এই সব লোক নতুন নতুন company float ক'রে থাকে ; হয়তো
Board of Directors-এর ভিতর আমার নামটা উনি
রাখতেও পারেন।

নিখিল—উপাধির পরে আজকাল লোকের আর তত মোহ আছে বলে'
আমার মনে হয় না।

উমা—আপুশোষের কথা। এক সময় ছিল, যখন লিমিটেড কোম্পানীতে
নাম সহ ক'রেই আমি যথেষ্ট টাকা আয় করেছি। কি দিন
কালই পড়েছে ! সত্যি নিখিল, বড়ই দুঃসময়ে পড়েছি আমি।
এই সেদিন Iron and Steel-এর share নিয়ে হৈ চৈ হ'ল,
আমার ভাগ্যক্রমে সে গেল উল্টো দিকে।

শ্রোতের ফুল

নিখিল—আপনি Share Market নাকি ছেড়ে দিয়েছেন, শুনেছিলাম ?

উমা—আমি আর যেতে চাইনি। সেদিন মার্টিন সাহেবকে লাঞ্চে নেমস্তন্ন করেছিলাম, সে নিজেকে আমাকে বললে—‘গায়ের কোট বাঁধা দিয়েও এই শেষার কেন।’ কিন্নুম—সেইদিন থেকেই তা’র দর নেমে যাচ্ছে।

নিখিল—তাই হয়ে থাকে।

উমা—মুন্সিলে পড়েছি। তুমি যদি সামান্য কিছু -

নিখিল—কত চাই আপনার ?

উমা—কথাটার ভিতর এমন একটা directness আছে নিখিল, যা’ চম্কে দেয় !

নিখিল—(উত্যক্তভাবে) কত হ’লে আপনার সামান্য উপকার -

উমা—হাজারখানেক হ’লেই আমি আপাততঃ চালিয়ে নিতে পারব।

নিখিল—কালই পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মাফ করবেন, যদি—

উমা—(ইঞ্জিতে থামাইয়া) আবার ! By Jove ! আবার Share Market-এ যাব ? তার চেয়ে বরং আমি নিরামিষ খেতে সুরু করব। হাঁ, ভালো কথা, তোমার বন্ধু প্রশান্তবাবু কি বিয়ে করেছেন ?

নিখিল—না।

উমা—তা’হলে লুসির জন্ত একটু চেষ্টা করলে হ’তো না ?

নিখিল—কেন ? আপনার কোন্ আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়েছে শুনলাম না ? তার সঙ্গে লুসির খুব ভাব-ভালোবাসাও আছে শুনেছি—

উমা—My dear boy, লুসির মত বয়সে আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গেই

শ্রোতের ফুল

ভাব-ভালোবাসা হ'লে থাকে। তাতে কি ব্যয় আসে ! দেখনা,
কিছু যদি করতে পার —

নিখিল—কি ভাবে ?

উমা—সে তুমি যেমন ভালো বোঝ। বুঝতে পাচ্ছনা নিখিল, বেশীদিন
ও খালি থাকবে না। সকলেই গুর পেছনে কুমারী
মেয়েদের লেলিয়ে দেবে। লুসি বলতে গেলে মাতৃহীন।
তোমার স্বাভূতীঠাক্করণের তো। মালা ফিরিয়েই দিন কেটে যায়।

নিখিল—মিসেস সেনকে বলুন না। তিনিই তো বলতে গেলে প্রশান্ত
গার্জিয়ান।

উমা—তবু, সে তোমার বহুদিনকার বন্ধু। তোমার কথা সে না রেখে
পারবে না। এই উপকারটুকু কি তুমি—

নিখিল—আচ্ছা বলে' দেখব।

উমা—সত্যি নিখিল, লুসির জন্ম মাঝে মাঝে আমি বড় অস্থির হয়ে উঠি।
আগেকার সে দিন আর এখন নেই। মানুষ দিন দিন যেন
অর্থপিপাসু হ'লে উঠছে। ওই যে গুরা আসছে, দুটিকে কেমন
মানিয়েছে দেখ—

প্রশান্ত ও লুসির প্রবেশ

এইষে, লুসির সঙ্গে তা'হলে পরিচয় হয়েছে প্রশান্তবাবু !

প্রশান্ত—হাঁ, বৌদি আলাপ কয়িয়ে দিয়েছেন—

উমা—বৌ-দি ?

নিখিল—ডলি।

উমা—I see. বেশ, বেশ ! চলতো লুসি, দেখি ডলি কোথায়—

লুসি—তুমি যাওনা বাবা, আমি ততক্ষণ মাইকা-মাইন নিয়ে একটু
স্পেকুলেশান্ করি।

শ্রোতের ফুল

উমা—(হাসিরা) প্রশান্তবাবুর বুঝি মাইকা-মাইন আছে ? আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে হবে । চল—চল ।

লুসি-সহ প্রস্থান

নিখিল—কি পশু, এখানে বিয়ে-থা করে' সংসারী হওয়ার মতলব আছে নাকি ?

প্রশান্ত—হাঁ ভাই, আমারও ইচ্ছে হয় যে তোমার মতো গোছগাছ ক'রে নিয়ে বসি । তোমার মতোই বালিগঞ্জ একখানা বাড়ী, নিজেরা থাকবার জন্ম, শ্যামবাজারে দু'তিনখানা ভাড়াটের জন্ম, আর কিছু জমিজমাও এদিক্ ওদিক্,—অর্থাৎ এখানকার aristocratic society-তে একটু স্থান করে' নেওয়া । সে কি খুব কঠিন কথা নিখিল ?

নিখিল—সে নির্ভর করে Bank-balance-এর উপর । কি রকম শুছিয়েছ ?

প্রশান্ত—বেশী নয় ভাই । বছরে লাখ-খানেক টাকা আয়ের পথ একে রকম করা গেছে ।

নিখিল—তবে আর কি ! Aristocrat-দের ভেতর ভা'হলে তো তুমি বক নও, তুমি হবে রাজহাঁস ।

প্রশান্ত—তাই নাকি ! এত সহজ ? আমি তো মনে করেছিলাম, খুবই শক্ত কথা । অবশ্য, তোমার কথা ছেড়ে দাঁও, ভাগ্যে তুমি নাইট-নন্দিনী বিয়ে করতে পেরেছিলে ।

নিখিল—নাইট-নন্দিনীর তো আর অভাব নেই, পশু । একটাকেই না হয় আমার ভাগ্য গেথে ফেলেছে, আরও তো আছে ! লখ আছে নাকি ?

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—হাঁ ভাই, তোমার ওই শালীটির তো এখনও বিয়ে হয়নি,
লাগিয়ে দিতে পার ?

নিখিল—লুসিকে তুমি বিয়ে করতে চাও ?

প্রশান্ত—চমকে উঠলে যে !

নিখিল—চমকাবারই কথা পশু । এ-সব নাইট-নন্দিনী তোমার আমার
জন্ত নয় ।

প্রশান্ত—কেন বল তো ! তোমার জন্ত যদি হ'তে পারে, তবে আমার জন্তই
বা নয় কেন ? আমার চেহারা খারাপ ?

নিখিল—চেহারায় কিছু যায় আসেনা ।

প্রশান্ত—তবে কি পয়সা-কড়ি—

নিখিল—যা' তোমার আছে—যথেষ্ট !

প্রশান্ত—তা'হলে কি এঁরা কুলীন-কাপের বিচার করেন নাকি ?

নিখিল—You idiot, তাকাও তো আমার চোখের দিকে !

প্রশান্ত—সে তো তাকিয়েই আছি ।

নিখিল—দেখ পশু, জীবনে যদি সুখী হতে চাও, তা'হলে আমি যা' বলি
তাই কর । যে টাকা রোজগার করেছ, তা' থেকে সামান্য কিছু
নিজের খরচের জন্ত রেখে, বাকী টাকা tuberculosis fund-এ
দান করে দাও । টাকা হাতে থাকলেই, এই সব নাইট-নন্দিনী
বিয়ে করবার সখ্ চাপবে ।

প্রশান্ত—Bravo ! Idiot আমি, না তুমি নিখিল ?

নিখিল—তুমি নাচতে জান ?

প্রশান্ত—নাচতে জানি ? —তার মানে ?

নিখিল—আধুনিক cultured society-তে শিশুতে হ'লে, নাচতে জানা
চাই ।

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—কেন ?—এটা কি বিলেত না কি ?

নিখিল—একটু তফাৎ আছে। তারা সেখানে নাচে Ball-dance, এখানকার fashion হচ্ছে—ভারতীয় নৃত্যকলা। সেই কলার চাব না করলে, কোনই chance নেই।

প্রশান্ত—তোমার কি সে চাব হয়ে গেছে না কি ? তা'হলে তুমিই আমাকে শিখিয়ে দাও না।

নিখিল—আজি ?—না ভাই,—I have failed !

প্রশান্ত—তা'হলে ?

নিখিল—শিখে নাও। উদয়শঙ্করের দলে ঢুকে পড়।

প্রশান্ত—ঠাট্টা করছ না কি ?

নিখিল—যদি করেই থাকি,—তবু এ practical ঠাট্টা নয়। Cultured society-তে মিশতে হ'লে অনেক কঠোর ঠাট্টা তোমাকে সহিতে হবে। আর সে joke, quite practical joke !

প্রশান্ত—তার মানে ?

নিখিল—দেখ প্রশান্ত, পাঁচ বছর আগে আমি যখন এখানে এলাম, আমার সঙ্গে তখন বেশ কিছু ছিল। তোমার মত আমিও তখন cultured society-তে মেশবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। লাঞ্চপার্টি, ডিনার পার্টি, ষ্টীমার পার্টি, এই সবে যে কত খরচ করেছি, তা'র কোন হিসাব নাই। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত টাকা ধার দিয়েই আমি ফুরসৎ পেতাম না। আমি আনন্দ পেতাম যে সভ্য সমাজে মিশতে পেরেছি, তা'রা আনন্দ পে'ত যে বাঙাল ঠকিয়ে নিয়েছে। তারপর যখন জমা খরচের

শ্রোতের ফুল

হিসেবের দিকে নজর দিয়ে আমার মোহ প্রায় কেটে এসেছে, তখন এই নাইট-নন্দিনীকে বিয়ে করলুম। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, কারণ সেই থেকে এই সব জোকের সংখ্যা কমে' যেতে লাগল। তা'ছাড়া স্ত্রীটিও পেলাম মন্দ নয়। ডলির head-ও আছে, heart-ও আছে। শুধু যদি সে ওই বুণো নাইটের মেয়ে না হ'ত—

প্রশান্ত—বৌদি সত্যই ভারী সুন্দর। নাইটের মেয়ে হওয়ায় তাঁর কি অপরাধ হ'ল ?

নিখিল—যে কদর্য্য আবহাওয়ায় সে গড়ে' উঠেছে প্রশান্ত, সেখানে সকল রকমে বিলাতী চাল-চলন, কায়দাকরণের অনুকরণই হচ্ছে চরম লক্ষ্য। সেখানে মেয়েরা সারাদিন স্মৃষ্টি করা, flirt করা, কুৎসা গেসে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই শেখে না। সেখানে সম্মানকে স্তম্ভ দেওয়া, তা'র যত্ন করা, অত্যন্ত ছোটলোকমি বলে' গণ্য হয়। Good wife and wise mother-এর আদর্শ সেখান থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে চলে' গেছে।—

প্রশান্ত—এ তোমার সেই ছেলেবেলাকার গৌড়ামি নিখিল। খদরের চাদর ছেড়ে কোটপ্যান্ট পরেছ বটে, কিন্তু বর্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে তুমি তাল রেখে চলতে পারনি।

নিখিল—প্রগতি ! এর নাম প্রগতি ! একটা অত্যন্ত artificial জীবন নিয়ে চলার নাম প্রগতি ! এখানে তোমাকে সারাদিন একই ভাবে দস্ত বাহির করে' চলতে হবে ; স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হলেই তোমাকে গদগদ হতে হবে, নইলে ভূমি হবে অসহ— বিরক্তিকর ! আর দশজন যেমন, তোমাকেও ঠিক তেমনটি

শ্রোতের ফুল

হ'তে হবে। ঠিক তেমনি করে' তোমাকে হাস্তে হবে, নাচতে হবে, চলতে হবে, ফিরতে হবে। তোমার স্বাতন্ত্র্য কিছু থাকবে না, ব্যক্তিত্ব কিছু থাকবে না। তুমি শুধু হবে একটা counter-part ! তা' যদি না পার,—তুমি হবে একটা পাড়ার্গেয়ে ভূত !

প্রশান্ত—তাই না কি ?

নিখিল—এখন বল প্রশান্ত, কি করবে তুমি ! করবে বিয়ে নাইট-নন্দিনী ?

প্রশান্ত—লুসিকে বিয়ে করবার যদি কোন সম্ভাবনা থাকে তাই—

নিখিল—তা'হলে তুমি বিয়ে করবে ?

প্রশান্ত—যদি সম্ভব হয়—

নিখিল—বটে ! তা'হলে তোমাকে নাচতে হবে।

প্রশান্ত—দরকার হয় শিখে নেব।

নিখিল—তা'হলে এস,—এখনই তোমার নাচতে হবে।

প্রশান্ত—এখনই ! কি পাগল ! আরে, ছাড়, ছাড়—

নিখিল - কোন কথা নয়—নাচ, নাচ—এমনি করে'—

(সুরে) পাহাড়ী দেশের বন্ধু আমার
স্বপ্নে আমার ডাকে—”

প্রশান্তকে ধরিয়া নাচের ভঙ্গী দেখাইতে লাগিল।
ঠিক সেই সময়ে পিছনের দরজা দিয়া সকলে প্রবেশ
করিয়া হাততালি দিয়া উঠিল—

লুসি—এক্সেলেণ্ট, এক্সেলেণ্ট !

ডলি—এনকোর, এনকোর— !

যবনিকা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভারতী কলাশ্ববন । মেয়েরা কেউ-বা গুরে আছে,
কেউ-বা বসে' আছে, অর্গানে বসে' আছে' তিমির ।
সে মাঝে মাঝে অর্গানে ঢোকা দিচ্ছে ।

নীলা—নিউ এম্পায়ারের নাইট কবে তিমির-দা ?

রাস—যাক বাঁচা গেল । সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা কার বাবা !

তিমির—নাইট তো কা'ল ।

শান্তি—প্রেমে পড়েছিস নাকি রে নীলা ? তোর বে আজকাল আর কিছুই
খেরাল থাকে না !

নীলা—চেষ্টা করছি ভাই, কিন্তু ঠিক লোক পাচ্ছি না ।

শান্তি—লোক কি খুঁজে বা'র করতে হয় ?

নীলা—তবে কি লভ্ এ্যাট্ ফাষ্ট্ ছাইট্ ? তা'হলে কাল যুধ থেকে উঠে
প্রথম যার মুখ দেখব—

ইলা—তার সঙ্গেই প্রেমে পড়বি—সেই রূপকথার রাজকন্য়ার মতো !

নীলা—সে রাজকন্য়ারও কিন্তু পছন্দ ছিল । আমাদের সেটি থাকলে
চলবে না ! দেখতে হবে শুধু পরসী আছে কি না !

তিমির—রাসবিহারী কি আবার লক্ষ্মী যাচ্ছ নাকি ?

রাস—আর ভাই, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ো না ।

তিমির—কাল তো খুব রেগে বেরিয়ে গেলে । মনে করলুম বুঝি কেশরী
বার্জনের বরাত খুলল । আজ দেখি আবার ঠিক এসে ধপড়খাই
পিটতে শুরু করেছে ।

শ্রোতের কুল

রাস—মনে করেছিলাম শূকরের চাব করব, তা' বখন হলোনা, তখন বা'
করছিলাম, তাই করি—

তিমির একটা গান বাজাছিল, অস্তান্ত মেয়েরা শুণ
শুণ করে' গান ধরতেই—

তিমির—ওঠ ওঠ সব। শুয়ে-বসে গান হয় না,—ওঠ।

শান্তি—বড় বিরক্ত করতে পারো তিমির-দা! বেশ তো আছি—

নীলা—কথামালার পড়োনি—এক রাখাল বালক ছিল, না-শুয়ে সে গান
গাইতে পারতো না!

তিমির—কিন্তু তা'কে শোয়াবার জন্ত শেষটার যে ডাঙার ব্যবস্থা করা
হয়েছিল, সে কথাটাও পড়েছ তো!—তোমাদেরও কি সেই
ব্যবস্থা করতে হবে নাকি? Come on ইলা!

তিমির ও ইলা গাহিল

এস মন-মন্দিরে মোর সুন্দর হে বহু মম,—

ফান্তন বাতাসে ফুলের সুবাসে

এস হে চির প্রিয়তম।

এস হৃদিনে মেঘ-অঞ্চল ঢাকি'—

এস বিছাতে ধাঁধি আঁধি,

এস বন্ধে চরণ রাধি,

এস কৃক কাজল মাধি,

নাচিয়া রুণু রুণু ঝর ঝর বরিষণে

আসিও বাদল সম।

ইলা—সত্যি, ভারি পিপাসা পেয়েছে—একটু চা খাওয়াও না তিমির-দা।

তিমির—এই যাঃ, মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি।

শ্রোতের কুল

নীলা—হায় হায় ! কিন্তু, কবেই-বা তোমার মানিব্যাগ আনতে যেন থাকে
তিমির-দা।

ইলা—আর, ক্লাবে এসে তিমিরদা-ই বা চা খাওয়াবে কেন ? কর্তারা
কোথায় ? কারোই তো দেখা নেই।

তিমির—দাঁড়াও, তা'দের কুজন আগে সারা হোক !

“.....কপোত-দম্পতি

বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে,

ঘন চঞ্চু-চুষনের অবসর-কালে,

নিভূতে করিছে কোথা বিহ্বল কুজন।”

ইলা—কোটেসান্টা ঠিক খাপ খেলো না ; ডলি-দি আর মোহিত-দা তো
দম্পতি নয় !

শান্তি—কেন ? মন্ত্র পড়া হয়নি বলে' ? তোমার দিদিমার আমলে জন্ম
নেওয়া উচিত ছিল ইলা-দি।

ইলা—তা'হলে নিখিল বাবু ?

রাস—ঠাঁকে বলা যেতে পারে নিতুবর। অর্থাৎ, যে বর মন্ত্র পড়ে' নিতু-
বা রীত রন্ধে করেন।

সকলে হাসিল

নীলা—তা'হলেও হলোনা। তা'রা কি আর চম্পকের ডালে বসে' চঞ্চু-চুষন
করছে ?

শান্তি—আচ্ছা, ডালে না হোক,—তলার হোল !

নীলা—সত্যি ভাই, ডলি-দির বরাত ভালো। নিখিল বাবু নাতেও নেই—
পাঁচেও নেই।

রাস—ঠিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির। অখমেধ যজ্ঞ করে' ঘোড়া ছেড়ে
দিয়েছেন,—সে দিঘিঙ্গয় করে' বেড়াচ্ছে !

সকলের হাসি।

শ্রোতের স্কুল

ডলি ও মোহিতের প্রবেশ

ডলি—কিরে, খালি হাসাহাসিই কচ্ছি, কাল যে নিউ এম্পায়ারের
নাইট!

নীলা—ডলি-দি, দয়া করে' আমার একটু উপকার করবে ভাই?

ডলি—কি?

নীলা—একটা পাসপোর্টের জন্ম যদি তুমি নিখিল বাবুর কাছে আমাকে
একটু রেকমেণ্ড করে' দাও!

ডলি—কেন? কোথায় যাবি?

নীলা—যাব না কোথায়ও। তিনি যদি দয়া করে' আমার বিয়ে করেন,
তা'হলে আমার পাসপোর্টের কাজ হয়। কুমারী থাকার
রিস্ক অনেক, কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে কোন রিস্ক নেই। বিশেষ,
যদি নিখিল বাবুর মতো স্বামী হয়,—যাঁর কোন তা'তেই
দুখ-তাপ নেই!

ডলি—(চট্টিয়া) তা'র মানে? এসব কথার মানে কি?

মোহিত—(তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে) ওর কথার আবার মানে আছে
না কি? খালি জ্যাঠামো। নাও—ওঠ সব। কালকের
প্রোগ্রামের রিহার্সাল দিবে নাও। তিমির! কি বসে' বসে'
চুল্ছ! আফিং খেতে শুরু করেছ নাকি?

তিমির—কি করি ভাই, আর তো কিছু ভাগ্যে জুটল না!

মোহিত—নাও, নাও, বাজাও। রাসবিহারীর যে আর সুর বাঁধাই শেষ
হয় না!

রাম—সুর খালি নেবে যাচ্ছে মোহিত বাবু, একটু চা না পেলে আর
দাঁড়াতে চাইছে না!

শ্রোতের কুল

মোহিত—কেন, কেন ? চা পাওনি ? বেয়ারা—

বেয়ারার প্রবেশ

চা দাওনি কেন ? যত সব —

বেয়ারা—আমি কি করব বাবু। দোকানদার টাকা না পেলে—

মোহিত—টাকা না পেলে ! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি ! (ডলিকে)

দাও তো গোটা দশেক টাকা। (ডলি ব্যাগ খুলিয়া নোট দিল।

বেয়ারাকে দিতে দিতে)—যত সব ছোট লোক। আচ্ছা,

নাইট-টা হয়ে' যাক্—তারপর দেখে নেব।

বেয়ারার প্রস্থান

যাও সব—চা খেয়ে নাও। আচ্ছা, দোকানের চা না খেয়ে

এখানেই তৈরী করে' নাও না ! ষ্টোভটা ঠিক আছে না ?

শান্তি—না থাকলে মেরামত করিয়ে নেব। তন্ন-নেই, চা খাওয়ার পর্কটা

শিগ্গির শেষ হ'তে দেবো না। আয় তোরা—

মেয়েদের প্রস্থান

মোহিত—তিমির চা খাবে না বুঝি ?

তিমির—যেতেই হবে।

মোহিত—যাও না, ওদের একটু যোগাড়-যন্ত্র করে' দাও না !

তিমির—যেতেই হবে। চল রাসবিহারী, চা না খেলে সুর যখন দাঁড়ায়

না, তখন তোমারও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। চল, চল—

রাস—তবলচীদের কিন্তু তবলা ছেড়ে ওঠবার দস্তর নেই। তবে—

(ডলি ও মোহিতের দিকে চাহিয়া)—যেতেই হবে।

উভয়ের প্রস্থান

ডলি—ক্লাব বন্ধ করে দাও !

মোহিত—কেন, কেন ! হলো কি !

শ্রোতের কুল

ডলি—ওদের কথা শুনে তো ?

মোহিত—এই ! ও ঈর্ষায় !

ডলি—ঈর্ষা ? আমাকে ওদের ঈর্ষা করবার কারণ !

মোহিত—কারণ আমি ।

ডলি—তুমি ?

মোহিত—আমার ভালোবাসা ।

ডলি—ওদের কাছেও কি তুমি ভালোবাসার—

মোহিত—পাগল ! করি না বলেই তো এই ঈর্ষা ! ও যেতে দাও ।

ডলি, কাল শোয়ের আগে New Empire-এর ভাড়ার টাকাটা জমা না দিতে পারলে যে সব মাটি । শ'ছই টাকা যদি তুমি চালিয়ে দিতে ! Performance-এর পরেই তুমি পেয়ে যাবে !

ডলি—আমার হাত যে একেবারে খালি । মাস কাবার হ'তে এখনও অনেক দেয়া । এর ভেতর তো টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

মোহিত—মাস-কাবার ?—কেন, তুমি কি চাকরি কর নাকি ?
যা'র স্বামীর অগাধ পরস্রা, তা'র মুখে এ তো বড় নতুন কথা !

ডলি—তা'র কাছে এখন টাকা চাইতে গেলে সে চটে' যাবে ।

মোহিত—তাই নাকি ? তোমার পরেও তিনি চটেন নাকি ?

ডলি—(অপ্রস্তুতভাবে) না, না, সে এটা পছন্দ করে না ।

মোহিত—বড়ই মুন্সিলে পড়েছি ডলি । এই একটা দিন তুমি কোন রকমে উদ্ধার করে' দাও ।

শ্রোতের কুল

ডলি—আচ্ছা, দেখ্‌ব চেষ্টা করে’—যদি যোগাড় করতে পারি।

মোহিত—আর সময় যে নেই। আজ রাত্রেই তাদের টাকা দিতে হবে।

চেক বই তো তোমার ব্যাগেই থাকে, একখানা চেক
দাও না।

ডলি—একাউন্টে তো দুশো টাকা নেই!

মোহিত—কাল সকালে জমা করে’ দিয়ে।

ডলি—আচ্ছা।—

মোহিত শুড়াতাড়ি কাউন্টেন পেন বাহির করিয়া ডলির হাতে
দিল। ডলি চেক লিখিয়া মোহিতের হাতে দিল।

শান্তি—আসতে পারি?

মোহিত—এস, এস, চা খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

শান্তি—ঠাণ্ডা নয়—গরম হয়েছে।

মোহিত—নাও, তাহলে আরম্ভ কর—‘মিলন-বাহু-পাশে’—

শান্তি—সে কি করে’ হবে মোহিত-দা। আমাদের ভাগ্যে আর মিলন-
বাহুপাশ জুটল কই! কার বাহুপাশে যাব আমরা?

মোহিত—কেন নিজেদের।

শান্তি—আমরা কুমারী বলে?

ডলি—তুই তো ভারী বকাটে হয়েছিল শান্তি!

শান্তি—ও নিজেদের বাহুপাশে ফিলিংস্ আসে না ডলি-দি, তা’র চেয়ে
এ গানটা তোমরা দুজনে রিহাসাল দাও।

ডলি—এসব কথার মানে কি—আমি চললুম। প্রহান

মোহিত—শোন, শোন—(সকলের হাসি) কি সব হি হি করে’ হাসছ।

আরম্ভ কর—

শ্রোতের কুল

যেয়েদের গান

কে এল মনভোলা মোর বকুল-বন-ছায় !

চকিতে সুমন্ত পাখী চমকিয়া চায় !

উছলে-ওঠা দীঘির জলে

ঢেউগুলি সা'র দিগে চলে,—

দল বেঁধে সব জলপরী জল সহিতে যেন যায় !

ধম্কে দাঁড়ায় পথিক হাওয়া যুথীর বাতায়নে,—

কোন্ কথা তা'র হয়নি বলা, যদি-ই পড়ে মনে !

দৌছল পাতার পাথার পাশে

শেজ বিছায়ে সবুজ ঘাসে

আরাম করে তাঁদের আলো আছল গোরা গায় !

স্রোতের ফুল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। লুসি বাহিরে বাইবার
জন্ত প্রস্তুত হইয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গুণ গুণ
করিয়া হর ভাজিতেছিল এবং চুল ঠিক করিতেছিল।

ডলির প্রবেশ

ডলি—শিগ্গিরি করে নে লুসি, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে যে !

লুসি—বাঃ রে, আমার তো কখন হয়ে গেছে, তোমারই তো হয় না !
পাউডারের কোটো তো খালি হ'য়ে গেল। এই মাথ'ছ, আবার
এই তুল'ছ !

ডলি—ঘামে পাউডার দাঁড়াচ্ছে না। তা'ছাড়া তাড়াতাড়ির সময় খালি
গোল পাকিয়ে যায়। দেখ্ তো পেন্ডেন্টা বুঝি চুলে আটকে
গেল !

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল—এখনই যে বেরোচ্ছ ডলি !

ডলি—আজ নিউ এম্পায়ারে আমাদের ক্লাবের পার্ফরমেন্স আছে যে !

নিখিল—ও—কখন ফিরবে ?

ডলি—বারোটো-একটা তো হবেই !

নিখিল—ও। কিন্তু প্রশান্তকে আজ ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলে, সে
তো সন্ধ্যাবেলাই এসে পড়বে।

ডলি—তা' কি করব ! আমার খেয়াল ছিলনা। না গিয়ে উপায় নেই।
তুমি তো থাক'ছ, তুমিই এন্টারটেইন করো'।

শ্রোতের ফুল

নিখিল—সেটা কি ভালো হবে।

নুসি—তাঁকে নিয়ে তুমিও নিউ এম্পায়ারে এস না নিখিল-দা।

নিখিল—সে হয় না।

ডলি—হ্যাঁ, উনি যাবেন গান-বাজনার আসরে! ক্রীকেট হ'তো, ফুটবল হ'তো,—যা'তে জখম হওয়ার সুবিধে আছে, এমন কিছু হ'তো, তা'হলে দেখা যেতো!

নুসি—কিন্তু তোমাদের এই নাচ-গানের আসরেও তো জখম হওয়ার সুবিধে কম নেই ডলি-দি!

ডলি—কি করে'?

নুসি—নাচতে নাচতে পা পছলে যেতে কতক্ষণ! আর তা' গিয়েও থাকে!

ডলি—তোমার যেমন কথা। নাচতে গিয়ে কা'র আবার পা পেছলায়!

নুসি—বহুত, ঢের! আবার, নাচ দেখে জখম হওয়ার ইতিহাস তো কম নেই ডলি-দি!

ডলি—(তীব্র চোখে চাহিয়া) আচ্ছা ফাজিল মেরে তো!

নুসি—নিখিল-দা, তোমার এই বন্ধুটি কি সেই প্রশান্তবাবু যাঁর সম্বন্ধে খবরের কাগজে রোজই একটা করে' প্যারা বেরোচ্ছে!

নিখিল—বেরোচ্ছে না কি?

নুসি—দেখনি? খুব লেখালেখি চলছে যে! ভয়ানক উৎসাহী লোক, প্রচণ্ড নাকি গুঁর অধ্যবসায়! অত্যন্ত গরীব অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় নাকি ক্রোরপতি হয়েছেন!

নিখিল—খুব সত্যি।

নুসি—উনি কি ক্রোরপতি?

শ্রোতের কুল

নিখিল—তা' ঠিক জানিনা। তবে, অনেক টাকা ও রোজগার করেছে !

লুসি—অবিবাহিত ?

নিখিল—হাঁ।

লুসি—তা'হলে আমার জন্য তুমি ঠুকে একটু বন্বে নিখিল-দা !

নিখিল—তা'র মানে ?

লুসি—সুশ্রী, সুন্দরী, সদ্বংশজাতা, উচ্চশিক্ষিতা—আমাকে এই সব
বিশেষণ দিতে তোমার আপত্তি নেই তো ?

নিখিল—না, তা নেই !

লুসি—তা'হলে একটু রেকমেণ্ড করে' দেওনা,—এই সব বিশেষণ দিয়ে—

নিখিল—আচ্ছা

ডলি—কি বকামো কচ্ছিস্ লুসি !

লুসি—বকামো কেন ? প্রায় একশ বছর বয়স হ'তে চলল,—তোমরা
কেউ-ই তো আমার জন্য কিছু করছ না। তুমি যদি একটু চেষ্টা
কর নিখিল-দা।

নিখিল—করব বই কি !

লুসি—আমি সিরিয়াসলি বলছি। প্রশান্তবাবু এইবার হয়তো বিয়ে
করবেন। অর্থ যা'র আছে, তা'র ভালোবাসার কথা আমি
শুন্তে রাজি আছি, আর তা'কে শোনাতেও রাজি আছি !

নিখিল—অর্থাৎ, তুমি উৎসর্গ করতে চাও তোমার কাণ ছুটো।

লুসি—মাথাও সেই সঙ্গে যাবে। কাণ টানলেই মাথা এগোর।

নিখিল—সব সময় তা' এগোয় না লুসি। কখনও কখনও কাণটাই ছিঁড়ে
আসে,—মাথাটা আরও দূরে সরে' য়ার !

লুসি—শুণ্ডার মতো টানলে তা-ই হয় বটে !

শ্রোতের কুল

ডলি—তুই বড় কাঞ্জিল হয়েছিস্ লুসি। দাঁড়া, বাবাকে বলে দেব।

লুসি—আমার বয়সের হিসাবটা মনে রেখ ডলি-দি। এ বয়সে নারী তা'র পিতার অধীন নয়—স্বামীর অধীন। এ শাস্ত্রের কথা। আগে একটা স্বামী যোগাড় করে' যাও, তারপর নাশিশ করো' !

ডলি—খুব হয়েছে। নে, এইবার চল।

লুসি—কিন্তু, সেই ভদ্রলোকটি আসবেন যে !

ডলি—আসবেন, তার আমি কি করব ? আমি তো রান্নাও করব না, পরিবেশনও করব না !

নিখিল—করবে না, তা' জানি। কিন্তু তা' যদি করতে পারতে, তা'র চেয়ে আনন্দের কথা আমার আর কিছুই ছিল না। সেজন্য তোমার থাকবার দরকার নেই। কিন্তু ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছিলে তুমিই ডলি !

ডলি—আমার কি আর কাজ থাকতে পারে না ? তুমি তো রয়েছ,—
আদর-অভ্যর্থনা কর।

নিখিল অন্য দিকে সরিয়া গেল

লুসি—না ডলি-দি, তোমার চলে' যাওয়াটা ভালো দেখায় না !

ডলি—থাক্, তোকে আর লেকচার দিতে হবে না। (নিখিলের দিকে চাহিয়া)
আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়েছি বাবা ! (খপ্, করিয়া বসিয়া পড়িল।)
যেন জেলখানার করেদি !

নিখিল—না হয়, তুমি যাও ডলি !

ডলি—থাক্, আর গোড়া কেটে আগার জল ঢালতে হবে না। আমি গেলে গোলামি করবে কে ? নিউ এম্পায়ারে একটা টেলিফোন করে' দে লুসি,—আমার যাওয়া হবে না !

শ্রোতের ফুল

লুসি—তাই ভালো, ডলি-দি—

ডলি—আলাস্‌নে লুসি,—বা' বললাম, তাই করবি ?

লুসি—নিশ্চয়ই করব। আমি যখন তোমার ছ'বছরের ছোট।

প্রশ্নান

ডলি—আচ্ছা মিনি-মাইনের গোলাম পেয়েছ বা-হোক !

নিখিল—তা'র মানে ?

ডলি—মানে এই, যে তোমার মতলব মতো আমাকে ড্রিল করতে হবে,

টাকা-পয়সার দরকার হ'লে আমাকে মাস-কাবারের অপেক্ষা

করতে হবে। আমি কি তোমার মাস-মাইনের চাকর ?

নিখিল—দেখ ডলি—

ডলি—নাও, তোমার লেকচার শুরু কর, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি।

নিখিল—লেকচারের আবশ্যক নেই। কিন্তু এত টাকা তোমার কি জন্য
দরকার—

ডলি—সে কৈফিয়ৎ আমি দেব না।

নিখিল—কৈফিয়ৎ নয়। তোমার কিছু প্রয়োজন হ'লে, আমাকেই তা'
বলতে পার।

ডলি—কথায় কথায় তোমার কাছে হাত পাত্‌বার আমার প্রবৃত্তিও নেই—
সময়ও নেই !

নিখিল—সময় তোমার বড় কম, তা আমি জানি :—থোকাকে দেখেছ
আজ ?

ডলি—আজ ?—না, সময় পাই নি।

নিখিল—আজ পার্কের ভিতর দিয়ে আসছিলাম, দেখলাম—থোকা তা'র
পেরাধুলেটারে একা পড়ে' আছে, দাইটা দূরে গিয়ে একটা
লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছে।

শ্রোতের ফুল

ডলি—কিছু বললে না ?

নিখিল—বললুম। সে তখনই resign দিলে।

ডলি—দেখ তো, কি রকমের লোক তুমি ! আবার একটা দাই এখন কোথায় পাওয়া যায় !

নিখিল—নিজের ছেলের দিকে ফিরে চাইবার সময়টুকুও কি তোমার নেই ডলি ?

ডলি—আমি কি পার্কে পার্কে তা'র ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াব না কি ?
আশ্চর্য্য ! তোমার নিজের দাই কখনও কারো সঙ্গে ইয়ারকি
দেয়নি ?

নিখিল—দাই আমার ছিল না ডলি। আমার মায়ের মতো স্নেহময়ী মা
কখনও কারো হয়নি, কখনও হবে না।

ডলি—জানি, জানি। অনেকবারই সে কথা তুমি আমাকে শুনিয়েছ।
তোমার মা তোমার যত্ন করতেন, আর খোকাকে আমি দেখি
না। আমি একটা হৃদয়হীন পশু ?—এই তো ?

নিখিল—ডলি—

ডলি—বল—

নিখিল—একবারও কি তোমার মনে হয় না যে কত ব্যথা তুমি আমাকে
দাও।

ডলি—ব্যথা তুমি নিজেই সৃষ্টি কর, তা'র আমি কি করব !

নিখিল—তোমার কাছে খুব বেশী কিছু কখনও তো আমি চাইনি ডলি !

ডলি—চাও বই কি। কালই—মোহিতের কাছে নাচ শিখি বলে' তুমি
আমাকে কত কথাই বললে !

নিখিল—মোহিত ?

শ্রোতের কুল

ডলি—হাঁ, মোহিত। কেন! চিন্তে পারছ না নাকি?

নিখিল—অবশ্যই চিনেছি। কিন্তু তা'কে কি তুমি মোহিত বল!

ডলি—তবে কি বল? সেই তো তা'র নাম!

নিখিল—তা জানি। কিন্তু 'বাবু-টা' থসে' পড়েচে কতদিন,—সেইটাই জান্তাম না!

ডলি—আশ্চর্য! তুমি একটা পাড়াগেয়ে ভূত, জানবে কোথেকে!
সকলেই তা'কে মোহিত বলে, আমিও বলি—

নিখিল—ও।

ডলি—'ও' মানে? আমি যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি।

নিখিল—তুমি জান ডলি, এই লোকটার সঙ্গে তোমার বেশী ঘনিষ্ঠতা আমি পছন্দ করি না।

ডলি—আমিও তোমাকে অনেক বার জানিয়েছি যে তোমার এই পছন্দ না করাটা আমি পছন্দ করি না।

নিখিল—আমার জন্ম এইটুকু কি তুমি পারো না ডলি?

ডলি—অনাবশ্যক। এ দাবী করবার তোমার কোন অধিকার নেই। আমি স্বাধীন,—তোমার গোলাম নই। আমার নিজেরও একটা অস্তিত্ব আছে,—নিজেরও অভাব-অভিযোগ আছে। বাইরে গেলেই, কারো সঙ্গে আমি কথা কইলেই যদি তোমার অসহ্য হয়, তবে যাও কেন? কাল রাত্রে কি কাণ্ডটাই করলে তুমি! সকলে হাসছিল তোমাকে দেখে ;—আমি লজ্জার মরে' যাই!

নিখিল—তাই নাকি?

শ্রোতের ফুল

ডলি—তোমাকে দেখে' মনে হচ্ছিল যেন তোমার ভয়ানক শূল-বেদনা ধরেছে। যদি ভালোই না লাগে—যাও কেন ?

নিখিল—তুমি যাও বলে'—

ডলি—আমি খুকীটি নয়, অথবা তোমাদের পাড়া-গাঁয়ের ঘোমটা-পর্যন্ত অবলা নই। আমাকে পাহারা দিতে না গেলেও চলে। এটুকু বিশ্বাস আমাকে তুমি করতে পারো।

নিখিল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় ডলি—

ডলি—তবে ?

নিখিল—ধর, তোমার সঙ্গ-লাভের জগুই আমি যাই।

ডলি—আর, কারও সঙ্গে আমি কথা কইলেই তোমার মুখ ভার হয়ে ওঠে—

নিখিল—ঠিক তা নয়। তবে, কোন কোন লোককে তোমার উপযুক্ত সঙ্গী বলে' আমি বিবেচনা করিনা।

ডলি—তোমার বিবেচনার বাহাছুরি দিতে পারিনা, কারণ তা'তে পক্ষপাত আছে। আমি তো তোমার কোন কাজে ইন্টারফিয়ার করিনা, তুমি কর কেন ?

নিখিল—করোনা, কারণ সে সময় তোমার নেই। করলে—আমি খুশীই হতুম।

ডলি—তোমার মতো ফুল আমি নই। কা'রও ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করা আমার স্বভাব নয়। যাক সে কথা—তোমার বন্ধু কখন আসবেন।

নিখিল—আর্টটার ভিতরেই তো আসবে বলেছে !

ডলি—লুসির সঙ্গে তা'র বিষের চেষ্টা করবে না কি ?

নিখিল—কেন ! তোমাদের কোন আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে নাকি—

শ্রোতের ফুল

ডলি—কে ? তিমির ? তা'তে কি আসে যায় ? তা'র সঙ্গে কি করে'
লুসির বিয়ে হ'তে পারে ?

নিখিল—কেন ! ওদের ছ'জনে নাকি খুব ভাব—

ডলি—হলেই-বা । তা'তে কি আসে যায়—

নিখিল—কিছু না ? তা'হলে প্রশান্তকে তা'র মধ্যে টেনে আনা কি
উচিত হবে ?

ডলি—তার মানে ?

নিখিল—লুসিকে তা'হলে প্রশান্তর কাছে ভালোবাসার ভাগ করতে হবে ।

ডলি—সে ও খুব পারবে ।

নিখিল—সে পারলেও, আমার তো একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে ।

ডলি—এ্যাম্পুটেট্ করে' ফেল । ও রোগ এপেন্ডিসাইটিসের চেয়েও
খারাপ !

পেছনের দরজা দিয়ে লুসির প্রবেশ

লুসি—আসতে পারি ?

ডলি—দেখত লুসি, কি রকমের লোক । তিমিরের কথা উনি প্রশান্ত-
বাবুকে বলে' দিতে চান ।

লুসি—সে কি নিখিল-দা ! প্রশান্ত প্রশান্তই থাকুক,—তিমিরকে যে
তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে দাও ।

নিখিল—তা'হলে তুমি কি করবে ?

লুসি—কি আবার করব ! সবাই যা' করে । গরীবকে বিয়ে করার মানে
তো জানোনা নিখিল-দা !

নিখিল—তুমিও জানোনা লুসি, প্রেমহীন বিয়ের মানে !

ডলি—ওঃ—ঠিক যেন পাদরী-সাহেব কথা কইছেন !

শ্রোতের কুল

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—একবার ও-ঘরে যাওতো লুসি। এদের ছুজনের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

লুসি—থাকি-ই না বাবা!

উমা—বল্‌লুম না, ও-ঘরে যাও—

লুসি—যা-ছি। (যাইতে যাইতে) তবুও নিখিল-দা বোঝেনা যে কেন আমি বড়লোক বিয়ে কর্তে চাই।

এহান

ডলি—কি হয়েছে বাবা?

উমা—নিখিল, তোমাকে আমি স্নেহ করি। তোমার এমন কতকগুলি গুণ আছে, যা'র আমি প্রশংসা করি। তুমি উদার, পরহুঃখ-কাতর এবং সাহসী। স্বীকার করি, তুমি সাহসী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যখন তুমি হস্তক্ষেপ কর, তখন যদি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমি তা'র প্রতিবাদ করি, তা'হলে তুমি হুঃখিত হ'য়ো না।

ডলি—কি হয়েছে বাবা?

উমা—অসীমকে উনি সাহস দিয়েছেন, সেই মেয়েটাকে বিয়ে কর্তে!

ডলি—বল কি? অসম্ভব।

উমা—আমার মুখের উপর ছোকরা তাই বলে' গেল।

ডলি—(ক্রুদ্ধভাবে নিখিলের দিকে কিরিয়া) সত্যি?

উমা—উনি তা'কে মোটা রকমের কিছু টাকা আর সুন্দরবনে কিছু জমি দিতে চেয়েছেন।

ডলি—সুন্দরবনে?

শ্রোতের ফুল

উমা—একটুও বাড়িয়ে বলছি না। স্তার উমাশঙ্করের ছেলে সুন্দরবনে গিয়ে
তৈম্ চরা'বে!

ডলি—না, না, একি হ'তে পারে?

উমা—সামনেই তো রয়েছে, জিজ্ঞাসা কর।

নিখিল—অসীম আমার কাছে এবেছিল। বর্তমান অবস্থায় মেয়েটিকে
বিয়ে করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে কোন honest man

উমা—(চীৎকার করিয়া) রাবিশ—স্তার—রাবিশ। অতি ঘৃণ্য জঘন্ত
রাবিশ। Honest man যে, তা'র আগে নিজের বংশের
সম্মান, মা-বাপের সম্মানের কথা ভাবা উচিত।

নিখিল—কিন্তু মেয়েটির উপরেও তা'র কর্তব্য—

উমা—Sentiment—অতি মামুলি sentiment! বটতলার Melo-
drama!

নিখিল—মেয়েটিরও তো একটা বংশমর্যাদা আছে!

উমা—মর্যাদা? তা'র আবার মর্যাদা?—সে যাক, তোমার ওই ultra-
moral মনোবৃত্তি নিয়ে তুমি থাক, কিন্তু তোমার ধর্মপ্রচার
আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। গণ্ডারের চামড়া তুমি পরতে
চাও—পরো, but let me choose the cloth of my own
coat! দয়া করে' তুমি অসীমকে বল, যে তুমি তা'কে কোন
সাহায্যই করবে না।

নিখিল—সে অসম্ভব।

উমা—What sir what! অসম্ভব? আমি স্তার উমাশঙ্কর, আমার উপর
কর্তৃত্ব করতে আসে একটা—

ডলি—বাবা—

শ্রোতের ফুল

উমা—(ডলিকে এক হাতে সরাইয়া দিয়া) আমার অপরিসীম ধৈর্যের আমি
গর্ষ করে থাকি নিখিল, কিন্তু upon my honour—

ডলি—তুমি একটু ও-ঘরে যাও বাবা, ওর সঙ্গে আমিই কথা কইছি ।

উমা—অবশ্য, অতি অবশ্য । এই মহাপুরুষকে আমি তোমার হাতেই
ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি । (বাইত্তে বাইত্তে) একটুখানি common-
sense, বাস্ । তার চেয়ে বেশী কিছু আমি তোমার কাছে
চাইছি না ।

প্রস্থান

ডলি—ছিঃ, আমার রাগ হচ্ছে । সত্যি, তোমার উপর আমার ভয়ানক
রাগ হচ্ছে ।

নিখিল—দুঃখের কথা ।

ডলি—তোমার আত্মস্তরিতা এতই বেশী,—এতই বেশী তোমার গর্ষ, যে
তুমি মনে কর যেন জগতের সমস্ত গুণ তোমার একচেটে ।
সত্যি, তুমি রীতিমত অসহ্য হ'য়ে উঠেছ ।

নিখিল—তুমি বা' বলছ, তা'র মানে জানো ?

ডলি—শুধু আমি কেন ? সকলেই তাই বলে । এ ব্যাপারে মাথা
টোকাবার তোমার কি আবশ্যক ছিল ! অসীম নতুন কিছু একটা
করেনি । তা'র মতো অনেক ছেলেই ও-রকম করে' থাকে ।
তা'র জন্ম তা'কে বিয়ে করতে বাধ্য করা, জোর করে' তা'কে—

নিখিল—জোর-জুলুমের কথা এতে কিছু নেই ডলি । সে নিজেই আমার
কাছে এসেছিল—

ডলি—হাঁ, এসেছিল তোমাকে আত্মীয় মনে করে'—তোমার সহানুভূতির
জন্ম,—সুপরামর্শের জন্ম !

শ্রোতের কুল

নিখিল—তুই-ই তা'কে আমি দিয়েছি ।

ডলি—ছাই দিয়েছ । ' তোমাদের এই ধর্মধ্বজীদের গ্ৰাকামো বরদাস্ত করা যায় না । পাদ্রিগিরি করতে হয়, তোমাদের দেশে গিয়ে কর,— আমাদের রেহাই দাও । প্রশান্তবাবুর সঙ্গে লুসির বিয়ের সম্বন্ধ করতে তুমি নারাজ, অসীমকে তুমি সুন্দরবনে, না জাহাঙ্গামে পাঠা'তে চাও,—এ সবে মানে কি ? তুমি মনে করেছ কি ?

তীর চোখে নিখিলের সম্মুখে দাঁড়াইল । নিখিল হির শান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল । ডলি তাহাতে আরও উন্ম হইয়া—

তুমি আমাদের সর্বনাশ করতে চাও ?

প্রতিভার প্রবেশ

নিখিল—আমুন, আমুন—

প্রতিভা—হঠাৎ এসে পড়েছি ডলি,—তোমাদের প্রেমালাপে বাধা দিলাম না তো !

ডলি—প্রেমালাপ-ই বটে !

লুসির প্রবেশ

লুসি—ডলি-দি, তোমাকে বাবা একবার ডাকছেন । এই যে, প্রতিভা-দি কতক্ষণ ?—

প্রতিভা—এই সবেমাত্র এসেছি, লুসি !

ডলি—বসো' প্রতিভা-দি, আমি এখনই আসছি ।

লুসি-সহ প্রস্থান

প্রতিভা—প্রেমালাপের ধরণটা তো চোখেই দেখেছি, বিধয়টাও কতকটা অনুমান করতে পারি নিখিলবাবু ।

নিখিল—আপনার মুখ থেকে বাবু-কথাটা শুন্তে আমার মন চায়না দিদি, ওটা বাদ দিয়েই আপনি আমার ডাকবেন ।

শ্রোতের কুল

প্রতিভা—আমারও বাবু বলতে বাধে নিখিল। তোমাকে ছোট ভাইটির মতো দেখতেই আমার ইচ্ছে করে।

নিখিল—আমিও সেই অধিকারই চাই দিদি!

প্রতিভা—তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। অসীম আর কমলাকে বসিয়ে রেখে আমি তোমাকে ডাকতে এসেছি।

নিখিল—তা'রা কোথায়?

প্রতিভা—আমার বাড়ীতে।

নিখিল—আপনার বাড়ীতে?

প্রতিভা—আশ্চর্য্য হচ্ছে?

নিখিল—না দিদি, আশ্চর্য্য হইনি। আপনার মহৎ অন্তঃকরণের কথা প্রশান্তর কাছে আমি অনেক শুনেছি। আপনার কাছে এ-ই আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু দিদি, আমি হয়তো তা'দের জন্তু আর কিছুই করতে পারব না।

প্রতিভা—এই কথা নিয়েই তা'হলে তোমাদের ঝগড়া হচ্ছিল।

নিখিল—হাঁ। নারীর এত বড় সৰ্কনাশেরও যে পোষকতা নারী করতে পারে, এ আমার ধারণায় ছিল না। আমি নিরুপায়।

প্রতিভা—নিরুপায়?—তুমি?

নিখিল—দেখছেন তো—ডলি—

প্রতিভা—দেশে কি ছিল তোমার পরিচয়, নিখিল?

নিখিল—দেশের কথা ছেড়ে দি। সেখানে সকলে শক্তিতে বিশ্বাস করে। এখানে আলাদা।

প্রতিভা—ওপর থেকে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সৰ্কত্রই সমান,—কোথায়ও আলাদা নয়।

শ্রোতের কুল

নিখিল—কিন্তু কথা এই, এ ব্যাপারে interfere করবার অধিকার আমার আছে' কি না! আমি পাড়াগোয়ে বুনো, কোঁকের মাথার অসীমকে আমি বলেছিলাম। সহরের aristocratic code-এ ধর্মের, নীতির যে কি যানে, তা আমি জানি না।

প্রতিভা—নীতিধর্মের বিধান সর্বত্রই সমান নিখিল, কোথায়ও পৃথক নয়। তবে তফাৎ এই যে, পাড়াগোয়ে তা'রা তা' পালন করে পৃথিবী রসাতলে যাওয়ার ভয়ে, আর এখানে এরা তা' পালন না করেই পৃথিবী রসাতলে গেল বলে' চীৎকার করে।

নিখিল—ঠিক তাই। এখানে এরা অবোধ্য থাকবার জন্ত প্রাণখুলে আলাপ করে না। এদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা—তেড়ি ঠিক আছে কি না, কোঁচা ঠিক আছে কি না! মাথার একটি চুল এদিক্ ওদিক্ হ'লে আর রক্ষে নেই—পৃথিবী রসাতলে যাবে!

প্রতিভা—তোমাদের দেশে শুনেছি বাঘ আছে। বাঘ খুব ভয়ানক জানোয়ার,—না?

নিখিল—নিশ্চয়ই।

প্রতিভা—সেই ভয়ানক জানোয়ারের চামড়া এখন কার্পেটের উপর বিছিয়ে দেওয়া যায়, একটা ছোট্ট ছেলেও তা'র উপর ছুটোছুটি করে—নির্ভয়ে!

নিখিল—কিন্তু সহরের বৈঠকখানায় বাঘ কি করতে পারে দিদি?

প্রতিভা—গর্জন। আর কিছু নয়,—শুদ্ধ গর্জন। তা'তেই এই সব ভীকর হল মুর্ছা যাবে। তুমি বাঘ, একদিন তুমি সকলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ। আজ কোন্ মস্ত্রে তুমি শিকলে ~~ধরা~~,

শ্রোতের ফুল

খাঁচার বন্দী ? আজ কোথায় তোমার সেই শক্তি,—সেই পুরুষ ?

নিখিল—আজ আমি একা নই দিদি, অগ্নের কথাও আজ আমাকে ভাবতে হয় ।

প্রতিভা—তুমি পুরুষ,—যা'র সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী নেই ! যে পুরুষ শাসন করে,—আদেশ করে !—

নিখিল—আজ যদি বাঘ শিকল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, ভয় হয় দিদি, হয়তো সব চুরমার হয়ে যাবে !

প্রতিভা—চুরমার হওয়া অত সহজ নয় নিখিল, আমি জানি বলেই বলছি !

নিখিল—কিছুই আমি গ্রাহ্য কর্তুম না দিদি, যদি ডলি—

প্রতিভা—নিখিল,—আমাদের নারীজাতির স্বভাবই এই, যে জ্বরদন্তকে আমরা ভয় করি, অত্যাচার করলে চোঁচামেচি করি, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে আমরা শ্রদ্ধা করি সেই জ্বরদন্ত অত্যাচারীকে । লোকে বলে, আমরা কম্প্লেক্স, কিন্তু বস্ততঃ চন্দ্রালোকে তটিনীর মতোই আমরা পুরুষের ইঙ্গিতের আকর্ষণে আনন্দের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি,—আবার দুঃখের ভাঁটার ত্রিরমাণ হয়ে যাই । শাসন কর,—কেঁদে আমরা বুক ভাসিয়ে দিই, কিন্তু অন্তর আমাদের পায় নির্ভরতার স্ফোয়াস্ত । ডলি তোমাকে ঠিক চেনে না । কেমন করে' চিন্বে ? তোমার সত্যিকার রূপ তুমি কখনও তো তা'কে দেখতে দাওনি । আজ তোমাকে স্থির করতে হবে যে, কে তুমি ? পাড়ারগানের গুণ্ডা নিখিল,—না কল্কাতার নিখিলবাবু ।

নিখিল—গুণ্ডা নিখিল—গুণ্ডা নিখিল । বাবু সাজা আমার ধাতে সরনা

শ্রোতের ফুল

দিদি। অসীম-কমলার সঙ্গে আমি দেখা করব। কোথায়
তা'রা ?

প্রতিভা—আমার বাড়ীতে।

নিখিল—চলুন।

অগ্রদর হইল। ডলির প্রবেশ

ডলি—আমার একটু দেরী হ'য়ে গেল প্রতিভা-দি। ওকি, চললে তুমি ?—

প্রতিভা—হাঁ, নিখিলকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আচ্ছা, এখন
চলুন—

প্রস্থান

ডলি—তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

নিখিল—এখন নয়—ফিরে এসে বলব !

ডলি—এখনই-বা নয় কেন ?

নিখিল—অनावশক—

প্রস্থান

ডলি শুরু হইয়া গেল। তাহার মুখ থেকে শুধু বাহির হইল—
'অनावশক !' কিছুকণ অস্থিরভাবে পাশ্চাতি করিয়া অগানে
বসিয়া পড়িল এবং সজোরে বা' তা' বাজাইতে লাগিল। লুসি
ভিতরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়া গাহিল—

লুসি—

আমার অভিমানের ফুল—

চোখের জলে রইবে তাজা, ওগো ও নিঠুর।

তোমার এই আঘাতের বেদন হবে হিম্মার ভরপুর !

ওগো ও নিঠুর !

ডলি—দেখ, লুসি, জালাতন করিসনে বলছি—

লুসি—

এই উতরোল মধুরাতি

কাটবে আমার বিনাসাথা—

মোর পাপিয়া কাঁদবে শুধু বিরহ-বিধুর !

শ্রোতের ফুল

ডলি—আমার মাথায় আশুগ জন্ছে লুসি,—চলে যা' এখান থেকে ।

লুসি— ফাশুগ হাওয়ায় করব বরণ বুকের আশুগ দিয়ে,
বাদলবেলা কাটবে আমার মাতাল ধারা নিয়ে ।

মোর শেফালি মেন্বে আঁখি

নীহার-কণার অশ্রু মাখি'

মোর সেতারে বাজবে শুধু হাহাকারের সুর,—
ওগো ও নিঠুর !

লুসি—ডলি-দি ?

ডলি—(না কিরিয়া) কি ?

লুসি—পাণিপথ, না কুরুক্ষেত্র ?

ডলি—সত্যি, এই গৌয়ার বাঙাল নিয়ে আমি আর পারি না লুসি ।

লুসি—কি হ'ল তোমাদের ? অসীমকে নিয়ে ঝগড়া না কি ?

ডলি—সে কথায় তোর দরকার কি ?

লুসি—ও, ঠিক । এ-সব আলোচনার যোগ দেওয়ার পাস্‌পোর্ট তো
এখনও আমার মেলেনি, তা' সত্যি ।

ডলি—বিরক্ত করিস্নে লুসি, আজ আমার মেজাজ ভালো নেই ।

লুসি—যে কুমারীর দু-দিন বাদে বিয়ে হবে, তা'র সাম্নে মেজাজ খারাপ
করা খুব ভালো আদর্শ নয় ডলি-দি !

ডলি—চুপু করবি তুই !—

লুসি—নিশ্চয়ই করব, যখন তোমার আদেশ । তুমি যে আমার দু'বছরের
বড় । কেবল ভাবছি, তোমার মেজাজ ভালো করবার পথ
কি ?—মোহিত বাবুকে খবর দেব ।

ডলি—চুপু ! ও কি কথা ! ছিঃ । তুই কি মনে করিস্ন আমি—

শ্রোতের কুল

লুসি—না না, মনে আমি করতে যাব কেন? আর তা'র ফুরসৎই-বা কোথায়! যখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—এই যে মোহিত বাবু—

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—কি হ'ল লুসি, তোমাদের যেতে দিলে না?

লুসি—সে কথার জবাব ডলি-দি দেবে। আচ্ছা মোহিতবাবু, মেরেরা সবাই নাকি তোমার জন্তু পাগল হয়—এ কি সত্য?

মোহিত—(হাসিয়া) লুসি তো বেশ ঠাট্টা করতে শিখেছ!

লুসি—এটা আমার অশিক্ষিত-পটুত্ব। ডলিদির নাচের মাষ্টারের মতো আমার ঠাট্টার মাষ্টার এখনও কেউ জোটেনি মোহিতবাবু!

ডলি—লুসি!

লুসি—শুনে ফেলেছে! কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের এই নারীজাতি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, অল্প দু-চার কথায় আমার বলবে মোহিতবাবু!

মোহিত—দু'চার কথায় আবশ্যিক কি! এক কথায় বলা চলে—অপূর্ণ!

লুসি—এ বেন ঠিক ধাঁধার জবাব দেওয়া হ'ল—

ডলি—লুসি!

লুসি—ডলি-দি চটে' যাচ্ছে। আমি চলুম। আচ্ছা মোহিতবাবু, তোমার বাছা বাছা মোলায়েম কথাগুলি বুঝি লোকবিশেষের জন্তু মজুত করে' রেখে দাও—

মোহিত—তা'র মানে!

লুসি—নারীহস্তা বলে' তোমার একটা সুনাম আছে—

ডলি—কি বকামো কচ্ছিস্ লুসি!

শ্রোতের কুল

লুসি—মাপ করো ডলি-দি, তোমাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। আচ্ছা
বিদায় মিষ্টার ইলিউশান !

প্রস্থান

ডলি জোরে অর্গান বাজাইতে লাগিল। দু-এক মিনিট
দাঁড়াইয়া থাকিয়া মোহিত তাহার কাছে গেল।

মোহিত—উঃ, কি রাগই হয়েছে তোমার !

ডলি—কি ক'রে জানলে ?

মোহিত—তোমার মনের প্রত্যেকটি ভাব আমি বুঝতে পারি।

ডলি—(অর্গান হইতে উঠিয়া) হাঁ, মেজাজ আমার ভালো নেই। ভারী
বিরক্তি লাগছে। কিন্তু সে আলোচনার কাজ নেই। চা
খাবে ?

মোহিত—না, ঝোল খাচ্ছি। কিন্তু তোমার New Empire-এ
যাওয়া হ'লো না কেন ? সেই বাঙাল ভূতটা বুঝি যেতে
দিলে না ?

ডলি—আমার স্বামীকে এই সব বলতে তোমাকে আমি অনেক বার
নিষেধ করেছি। কিন্তু—আজ তুমি বলতে পার।

মোহিত—সে-ই তা'হলে তোমাকে যেতে দেয়নি।

ডলি—আবার কে ? সকল স্বামীর মতো সেও একজন। ওদের জাত-ই
আলাদা।

মোহিত—ভাগ্যে আমি সে জাতের নই।

ডলি—না, সে কথা তুমি বলতে পার।

মোহিত—ডলি !

ডলি—অনেকবার তোমাকে আমি বলেছি যে, ডলি বলে' তুমি আমাকে

শ্রোতের ফুল

ডেকো না। কিন্তু আজ তুমি বলতে পার। কেবল আজ,—
মনে থাকে যেন।

মোহিত—ডলি!

ডলি—কেন?

মোহিত—ডলি—

ডলি—তুমি কি ময়না?

মোহিত—বার বার ডেকেও যে সাধ মেটেনা ডলি!

ডলি—শুধু ডাকাডাকি ছাড়া আর কি কিছুই তোমার বলবার
নেই?

মোহিত—অনেক, অনেক আছে!

ডলি—তবে তাই বলোনা! বলেছি তো, আজ আমার মন ভালো
নেই। আমি স্মৃতি চাই। তুমি চঞ্চল, কিন্তু তুমি স্মৃতি
দিতে পারো।

মোহিত—আমি চঞ্চল? লোকে আমার সম্বন্ধে বা' বা' বলে, সে-সব কি
তুমি বিশ্বাস কর ডলি?

ডলি—না, সব করিনা। কিন্তু তা'র অর্ধেকই যথেষ্ট!

মোহিত—ডলি!

ডলি—আজ আমার নাম ধরে' ডাকতে অনুমতি দিয়েছি বলেই যে কেবল
তুমি ডলি ডলি করবে, এমন তো কোন কথা নেই। আর কিছুই
কি তোমার বলবার নেই?

মোহিত—আমি তো অনেক কথাই বলছি ডলি, তুমি কি বুঝতে
পারোনা?

ডলি—কি করে? অয়ারলেস টেলিগ্রাফে?

শ্রোতের কুল

মোহিত ডলির একখানা হাত ধরিল, ডলি হাত
সরাইয়া লইল—

থাক্, হাতখানা এখানে রাখতে আমার কোনই কষ্ট হচ্ছেনা।
বল, যা'হোক্ কিছু বল।

মোহিত—কি বলব !

ডলি—আমি তো আর স্কুলের মাষ্টার নই, যে তোমাকে এছে লেখার
সাব্জেক্ট ব'লে দেব ?

মোহিত—আমার প্রাণে আজ শুধু একট কথ—

ডলি—তোমার প্রাণ ? থাক্, তা'হলে কোন কণাই নেই ?

মোহিত—কেন ? তুমি কি বলতে চাও,—আমার প্রাণ নেই ?

ডলি—আজ দেখ্ছি আমার ভাগ্য খারাপ। বড়ই একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্ছ
তুমি আজ—

মোহিত—আচ্ছা, সব সময় তুমি আমাকে দূরে দূরে রাখ কেন ?

ডলি—মিউনিসিপালিটির আইন-অনুসারে আলো-বাতাস এন্ক্রোচ্ করা
চলেনা। তা'দের নিয়ম আছে বোধহয় সাত হাত দূরে থাকা,
আমিতো তবু হ'হাতের ভিতরেই আছি !—

হাত উঠাইতেই মোহিত ধপ্ করিয়া হাত ধরিয়া
ফেলিল। ডলি হাত ছিনাইয়া লইয়া—

ডলি—অসভ্যতা !

মোহিত—মানুষের মনের করুনা কখনও আইন-কানূনের ধার ধারেনা।

কি সুন্দর তুমি ডলি !

ডলি—অথচ লোকে বলে, তুমি নাকি খুব বাকপটু !

মোহিত—নারীকে সুন্দর বললে যে সে বিরক্ত হয়, এ বড় নতুন কথা।

শ্রোতের কুল

ডলি—বলেছি তো, আজ আমার মেজাজ ভালো নেই। আমি সুন্দর কিনা,
তা' শোনার আমার কোন সখ নেই। আমি কেবল স্মৃতি চাই !
উঠিল

মোহিত—ডলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি—

ডলি—নেহাৎ মামুলি কথা !

মোহিত—কখনও আমি বলিনি ডলি, আজও বলতাম না। তোমার বন্ধু
হয়েই আমি খুশী ছিলাম !

ডলি—সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ !

মোহিত—কিন্তু আজ তুমি ব্যথা পেয়েছ,—সে ব্যথা আমার বুকেও
বেজেছে,—কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি ! আজ আর
বন্ধুত্বের মুখোস নয়, মনের সঙ্গে লুকোচুরি নয়,—আজ তোমার
সকল ব্যথা আমি নিজের বুকে তুলে নেবো—

পাগলের মতো ডলিকে জড়াইয়া ধরিল। বাহবেষ্টন
হইতে মুক্ত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে—

ডলি—ছাড়, ছাড়, ইউ কুল, ছাড় !

ছুটিয়া ভিতরের দরজার কাছে গিয়া ফিরিয়া—

কি আস্পর্দা তোমার !—বদমায়েস্ !

ডলি ভিতরের দরজার কাছে গিয়া দরজা টানিয়া দিবার
সঙ্গে সঙ্গে—নিখিলের প্রবেশ। মোহিত নিজেকে
সামলাইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া কাপিতে লাগিল।

নিখিল—(মোহিতের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া) ডলি ? ডলি কোথায় ?

মোহিত—(অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া)—জানিনা।

নিখিল—জানোনা ? What are you doing here ?

শ্রোতের কুল

হাত ধরিয়া কিছুদূর টানিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া
মোহিতের দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকিয়া—

বেয়াঁরা, বেয়াঁরা !
বল, কি কচ্ছিলে ? get out—
এই লোকটাকে আর কখনও এখানে আসতে দিয়ো না । যাও—

বেয়াঁরার প্রবেশ
মোহিতের প্রস্থান

ভিতরের দরজা খুলিয়া ডলির প্রবেশ ।

ডলি—(আত্মসম্বরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে)—কখন এলে ?

নিগিল বহুকণ শুঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া
ধীরে ধীরে পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল । ৩৬

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভারতী কলাভবন । মেয়েরা গাহিতেছিল—

গান

সন্ধ্যামণি জাগল রে ওই সন্ধ্যাতারার সঙ্কেতে !
বন-মাধবী বাসর সাজায় ঝরা ফুলের দল পেতে !
 ঝুঁই চামেলি মৃদুল হাওয়ায়,
 নিঃশেষে তা'র গন্ধ বিলায়—
এই রজনীর উৎসবে তা'র মন দিয়ে কা'র মন পেতে !
কোন্ হুরে আজ লাগবে দোলা, জাগবে হিয়া কোন্ গানে,
 মন জানে মোর মন জানে !—
 যে গান দখিণ সমীরণে,
 ফুল হয়ে রয় ফুলের বনে,
আজ আমি সেই হুরের লাগি রইনু বসে কান পেতে' !

শান্তি—ছেড়ে ছাও তিমিরদা, আর ভালো লাগছেনা ।

তিমির—না লাগবারই কথা ।

নীলা—কেন বলতো ?

তিমির—কারণ মোহিত ! নিউ এম্পায়ারে কা'ল অতবড় একটা কাণ্ড
হ'য়ে গেল, মোহিতের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেলনা ।

ইলা—টিকি তো তা'র নেই । আছে নাকি ?

শ্রোতের ফুল

নীলা—থাকলেও হয়তো কোণায়ও বাঁধা পড়েছে। আশ্চর্য্য, গাছে চড়িয়ে
দিয়ে একেবারে মই নিয়ে সরে' প'ল;—একেবারে ছুজনেই
উধাও!

তিমির—উধাও তো ছুজনেই হয়ে থাকে নীলা! একা একা কে আর কবে
উধাও হ'য়ে থাকে,—এক সন্ন্যাসী ছাড়া।

রাস—লক্ষ্মীয়ে'র কেশরীবাঈ কিন্তু একবার উধাও হয়েছিল—একা একা!

তিমির—সে বোধ হয় তোমার জন্ম দেওয়ানা হ'য়ে!

নীলা—কেলেক্কারি! নিখিলবাবু তো দিব্যি সহ্য করে।

তিমির—পুরুষ হ'লেই তা'কে সহ্য করতে হয়।

নীলা—পুরুষ যে, সে সহ্য করেনা—যে করে সে পুরুষ নয়,—ভেড়া।

তিমির—নারীর কাছে পুরুষ চিরদিন ওই আখ্যাই পেয়ে আস্ছে নীলা।

নীলা—সকলে কি আর?

তিমির - সকলে। পুরুষের কোমল প্রবৃত্তির advantage নারী
পুরোমাত্রায় চিরকালই নিয়ে আস্ছে।

নীলা—নারী নেয় না, পুরুষ দেয়।

তিমির—নেয় বলেই দেয়, এ যেমন সত্যি, আবার দেয় বলেই যে নেয়,
এও তেমনি সত্যি। যেখানে নেয় অথচ দেয় না, অথবা দেয়
অথচ নেয় না, সেখানে সরল বাংলা অভিধান,—নিষ্ঠুর, পাষণ,
হৃদয়হীন প্রভৃতি বিশেষণ আর জুগিয়ে পারে না! এমনি
করেই তা'দের দেনা-পাওনার হিসাব কখনও মেটে না নীলা।

রাস—লক্ষ্মীয়ে'র কেশরীবাঈ কিন্তু—

তিমির—আঃ, থাম রাসবিহারী! এত লোকের এত রোগ সারে, তোমার
কেশরীবাঈ রোগ কি সারবে না?

শ্রোতের ফুল

শান্তি—নিজের দুর্বলতার শান্তি যদি কেউ ভোগ করে, তা' নিয়ে
আপশোষ করা বৃথা !

তিমির—কিন্তু মানুষ আপশোষও করে, আবার ভোগও করে, সেই তা'র
প্রকৃতি !

নীলা - ঠিক ! তুই যে ভোগ করছিস্ শান্তি-দি, তুই কি আর আপশোষ
করিস্ না ?

শান্তি—আমি ভোগ করছি !—তা'র মানে ?

নীলা—মানে অতি পরিষ্কার। ডলি-দি আর মোহিত-দা আসেনি বলে'
তুই-ই বা অত চটেছিস্ কেন ?

শান্তি—বাঃ রে ! এক পার্ফরমেন্স্ খাড়া করে' আমাদের খালি ধেই
ধেই নাচানো, আর কর্মকর্তারই দেখা নেই ! রীতিমত
ইন্সাল্টিং !

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—কি হয়েছে শান্তি, কে তোমাকে insult করলে ?

শান্তি—কে করলে ? লজ্জা করে না তোমার কথা কইতে ? কা'ল
আমাদের সব ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি বে-মানুম সরে' পড়লে ?
তুমি কি মানুষ ?

মোহিত—হঠাৎ একটা বিপদে পড়েছিলাম বলে' থাকতে পারিনি শান্তি !

শান্তি—বিপদ বলে' বিপদ ? দারুণ বিপদ ! নিখিলবাবু বুঝি ডলি-দিকে
আসতে দেয় নি ?

নীলা—না, দুজনার নিভৃত অভিসারের মাঝে ধুমকেতুর মতো নিখিলবাবুর
প্রবেশ !—কোন্টা ?

মোহিত—কি মুস্কিল, এ-সব তোমরা কি বলছ। সত্যিই বড় বিপদে

শ্রোতের ফুল

পড়েছি আমি । এখনই আমাকে যেতে হবে । তিমির, তুমি
গানগুলো একবার গাইয়ে দাও—

শান্তি—কে আবার গাইবে এখন ?

মোহিত—অবুঝ হইয়া শান্তি, সত্যিই আমি ভারী গোলমালে পড়েছি ।
তোমরা গাও—

শান্তি—গান যেন গাইলাম, কিন্তু নাচ—

মোহিত—তিমির দেখিয়ে দেবে'খন !

রাস—তিমির নাচবে, আর আমাকে তাই বাজা'তে হবে ? আমি
রাসবিহারী,—তা'র চেয়ে আমি শূকরের চাষ করব !

শান্তি—তিমির-দা' নাচের কি জানে ?

নীলা—তা'ছাড়া, অর্গানও বাজা'বে, আবার নাচও দেখাবে ? তা-ই
কখনও হয় ?

মোহিত—আচ্ছা, নাচ না হয় আজ থাক্, কাল আমি দেখিয়ে দেবো !

শান্তি—না, সে হবে না !

মোহিত—কোন কাজ করবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই শান্তি !

শান্তি—আ-হা !

নীলা—উ-হু !

ইলা—হু !

মোহিত—নাও, আর বকামো করতে হবে না ।

শান্তি—বাজাও তিমিরদা, শিগুগিরি—

তিমির বাজাইবার আগেই শান্তি নাচিতে লাগিল

মোহিত—বিশেষ কাজ আছে আমার শান্তি—

শ্রোতের কুল

শান্তি—আমার কাজও অবহেলার নয়। বাজাও তিমির-দা, বাজাও—

তিমির অর্গান বাজাইতে লাগিল। মোহিত মাঝে মাঝে শান্তিকে বলিয়া দিতে লাগিল এবং হাতঘড়ি দেখিতে লাগিল। শান্তির নাচ ক্রমশই উদ্দাম হইয়া উঠিতে লাগিল।

মোহিত—আস্তে, আস্তে শান্তি, অত জলদ নয়—

শান্তি—না, না, তোমার কাজ আছে—

মোহিত—সে হোক, তুমি আস্তে নাচ—

শান্তি—পাচ্ছি না— আরও জলদ, পাগলের মত নাচিতে লাগিল

তিমির—অত জলদ বাজা'তে পাচ্ছি না শান্তি, আস্তে,—আস্তে—

শান্তি—(পাগলের মতো) বাজাও—বাজাও— আরও উদ্দাম হইল।

নীলা—কচ্ছিস্ কি শান্তি, মরণ-নাচ নাচ্ছিস্ নাকি ?

শান্তি—(পাগলের মতো) মরণ-নাচ— আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল।

মোহিত—থাম, থাম তিমির, বাজনা বন্ধ কর—(তিমির খামিল) থাম শান্তি,
করছ কি ?

শান্তি কথা কহিল না, নাচিতে নাচিতে টলিতে লাগিল।
মোহিত তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, শান্তি
তাহার হাতের উপর মুর্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

তিমির,—তিমির—শিগগিরি—জল ! শান্তি মুর্ছা গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলের বাড়ীর বসিবার ঘরে সোফার উপর
অন্ধশায়িত লুসি একখানা বই পড়িতেছিল। ডলি
প্রবেশ—

লুসি—(মুখ তুলিয়া দেখিয়া) নিখিল-দা এখনও ফেরেনি, ডলি-দি ?

ডলি—না।

লুসি—কি এমন ঝগড়া হ'ল তোমাদের, যে লোকটা একেবারে গৃহত্যাগ
হ'য়ে গেল ?

ডলি—যাওয়ার সময় তোকে বলেনি কিছু ?

লুসি—সে তো তোমার বলেছি। বললে যে প্রশান্তর বাড়ীতে যাচ্ছি।

ডলি—কেমন দেখলি তা'কে ?

লুসি—অদ্ভুত। এমনটি তা'কে আমি আর কখনও দেখিনি !

ডলি—কি রকম ?

লুসি—ক্র-ছটো কোঁচকানো, দাঁতে দাঁতে যেন চেপে আছে। চোখ ছটো
একদিকে চেয়ে আছে তো আছেই, তা'তে পলক নেই। ঠিক
যেন হিষ্টিরিয়ায় রোগী !

ডলি—তোর এ ভারী খারাপ স্বভাব লুসি, জগতের কাউকেই যেন তুই
গ্রাহ্যের মধ্যে আনিস্ না। সবাই যেন তোর উপহাসের বস্তু !

লুসি—তাই নাকি ?

ডলি—এই প্রশান্তবাবু সম্বন্ধেই এমনভাবে তুই কথা বলিস্, যেন সে একটা
বান্দর !

লুসি—সেটা খুব ভুল বলি না, ডলি-দি ! জাতি-হিসাবে ধরতে গেলে, সব
মানুষই বান্দর—ডারুইন সাহেবের মতে !

শ্রোতের ফুল

ডলি—তবু, একটা ভদ্রলোককে—

লুসি—ভদ্রলোকের প্রকৃতি বদলে যায়, তাই তা'দের কিছুই ঠিক থাকে না। কিন্তু প্রশান্তবাবু সে রকমের নন, তিনি তাঁ'র আদিম প্রকৃতি ঠিক রেখেছেন

ডলি—তুই তা'কে বিয়ে করতে চা'স্না নাকি ?

লুসি—কেন, লোকটি তো মন্দ নয়,—পয়সা আছে !

ডলি—তা'হলে কি পয়সার জগুই তা'কে বিয়ে করবি ?

লুসি—মাটি করেছে। তুমিও দেখি নিখিলদার মতো পাদরী সাহেব হ'য়ে উঠলে ! নিখিল-দা সেই বলেছিল না ?—“জাননা তুমি প্রেমহীন বিয়ের মানে !” কিন্তু তুমি নিজে কি করেছ

ডলি—আমি ? সত্যি বলব ? ভালো আমি তা'কে বেসেছিলাম, লুসি !

লুসি—বটে ! মানুষটাকে ?—না পয়সাটাকে ?

ডলি—মানুষটাকেই। হাজার হোক, তুই ছেলেমানুষ। মানুষের মনের জটিলতা—তুই কি বুঝবি ? ওকে আমি তামাসা করি, চোখ রাঙাই, ঝগড়া করি, কিন্তু আসলে—কে ও ? না, কেউ না। প্রশান্তবাবুর সঙ্গে তোর কথাবার্তা সব হ'য়ে গেছে তো ?

লুসি—কথাবার্তা আর বেশী কি হবে ! তোমরা তাড়াতাড়ি একটা পাকাপাকি করে', ফেল,—কে কবে ছিনিয়ে নেবে ! তা'ছাড়া, তিমিরের কথা যদি তাঁকে কেউ বলে' দেয় !

ডলি—তোর নিজেরই তা'কে তা' বলা উচিত !

লুসি—বল কি ? এইজগুই না সেদিন তুমি নিখিল-দার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে ?

শ্রোতের ফুল

ডলি—সরলভাবে সব খুলে বল। সে বুঝবে। তা'কে দেখে মনে হয়,

সেও খুব সরল, উদার !

লুসি—কিন্তু তাঁর বন্ধুটি ?

ডলি—না লুসি, যে-ভাবে আমাদের জীবন গড়ে' উঠেছে, সে একবারেই ঠিক নয়। এখন থেকে আমি একেবারে পাল্টে দেব !

লুসি—ডাক্তার দেখাও ডলি-দি, তোমার বোধহয় হাম উঠেছে !

ডলি—সত্যি বলছি। হাঁ, ভালো কথা—

বেল টিপিল এবং লুসির বইখানা তুলিয়া লইয়া—

চয়নিকা ! তুই কি আজকাল কবিতা পড়ছিস্ না কি ?

লুসি—প্রশান্তবাবুর আস্বার কথা আছে যে ! তাই একটু প্রাকৃতিস্ কচ্ছি।

ডলি—ও।

বেয়ারার প্রবেশ

ডলি—দেখ বয়, মোহিতবাবু কখনও এলে তা'কে বলো' যে আমার সঙ্গে আর দেখা হবেনা।

বেয়ারা—তা' জানি।

ডলি—জানি ! মানে ?

বেয়ারা—বাবু আমাকে সে কথা বলেছেন।

ডলি—কে বলেছে ? বাবু ? কবে ?

বেয়ারা—কা'ল রাত্রে।

ডলি—ও। তাই নাকি ? আচ্ছা যাও—

বেয়ারার প্রস্থান

বলেছেন নাকি ? আচ্ছা—

লুসি—ব্যাপার কি ?

শ্রোতের ফুল

ডলি—বিরক্ত করিস্না লুসি ।

লুসি—মোহিতবাবুর সঙ্গেই-বা দেখা করবে না কেন ?

ডলি—সব সময় তোর ইয়ারকি ভালো লাগে না লুসি । যা এখান থেকে—

লুসি—ইয়ারকি তুমি পেলে কোথায় ? আমি তো—

ডলি—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—

দ্রুত প্রস্থান

লুসি কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকিয়া, মৃদু হাসিয়া গুণগুণ করিয়া গাহিল—

“ওগো তোরা কে যাবি পারে ?—

আমি তরী নিয়ে বসে’ আছি নদী-কিনারে !”

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—(ব্যস্তভাবে) ডলি ! ডলি কোথায় ?

লুসি—ভিতরে আছে । ডাক্‌ব ?

উমা—(লুসিকে হাত দিয়া সরাইবার ভঙ্গী করিয়া)—ডলি, ডলি !

লুসি—কি হয়েছে বাবা, অসীম কি কিছু—

উমা—(উত্তেজিতভাবে) অসীম ! অসীম !

লুসি—কি হয়েছে বাবা, বলো না !

ডলির প্রবেশ

উমা—(হঠাৎ চীৎকার করিয়া) যানে কি ? এর যানে কি ?

ডলি—কিসের বাবা !

উমা—জানোনা তুমি ?

ডলি—কি জানিনা !

উমা—বলেনি তোমাকে ? তা’কি সম্ভব ? জানো না যে, অসীম পালিয়েছে ।

শ্রোতের ফুল

ডলি—পালিয়েছে? কোথায়?

উমা—জাহান্নামে,—to the devil! আমি তা'কে ত্যজ্যপুত্র করব।

সে আমার ছেলে নয়।

লুসি—কেন বাবা? সে কি করেছে?

উমা—কি করেছে? সেই মেয়েটাকে সে বিয়ে করেছে।

ডলি—বিয়ে করেছে!

উমা—অবাক হচ্ছ যে! নিখিল বলেনি তোমাকে?

লুসি—কাল রাত থেকে তা'র সঙ্গে তো আমাদের দেখাই হয়নি।

উমা—তা'র মানে?

লুসি—কাল রাতে বাইরে গেছে, এখনও ফেরেনি!

উমা—বটে! বটে! তা'র সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে—

ডলি—তা'র আবশ্যক নেই বাবা, সে যা' ভালো বুঝেছে, তাই করেছে!

উমা—What! what! ভালো বুঝেছে! ভালো তা'কে আমি বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেব। আমাকে কি এই পাড়াগোঁয়ে ভূতের কথামতো চলতে হবে?

ডলি—আমার স্বামীকে এ-ভাবে অপমান করা তোমার উচিত নয়, বাবা!

উমা—By Jove! অপমান? আপমান কা'কে বলে, তা'কে আমি তা' দেখিয়ে দেব! অপমান? একটা ছোটলোক ভ্রষ্টা মেয়েকে আমার ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, তা'কে সুন্দরবনে লাঙল চষতে পাঠিয়ে দিয়ে, তিনি আমার বড় সম্মান রক্ষা করেচেন! আর, তুমি তা'র পোষকতা করছ।

ডলি—আমি কি করব? যতদূর বলবার, আমি বলেছি। সে তো আর ছেলেমানুষটি নয়!

শ্রোতের ফুল

উমা—না, সে একটা fool ! একটা গাধা !

ডলি—না, এ আমি সহ্য করব না। আমার সামনে আমার স্বামীকে
তুমি গালাগাল দেবে—কেন ?

দ্রুত প্রশ্ন

উমা—(কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকিয়া) ব্যাপার কি ?

লুসি—কি করে' জানব ! আজ সকাল থেকে ওর সব-কিছুই যেন আমার
অদ্ভুত লাগছে !

উমা—Rubbish ! ওই ভূতটা ওকে বাছ করেছে ! পাড়াগোয়ে লোকেরা
জানে ও-সব। নইলে, যে নিখিল ডলি যা বলত, তাই শুন্ত,
আজ সে—দাঁড়াও, দাঁড়াও ; আমার সঙ্গেই তা'র বোঝাপড়া
হবে। বাছাধনকে আমি নাম ভুলিয়ে দেব !

বয়ের প্রবেশ, উমাশঙ্করের হাতে কার্ড দিল

প্রশান্ত এসেছে। আস্তে বল।

বেয়ারার প্রশ্ন

তুমি ওঁর সঙ্গে আলাপ কর, আমি ডলির কাছে যাচ্ছি।

প্রশ্ন

লুসি ভাড়াভাড়া সোফায় বসিয়া বই পড়িতে লাগিল

প্রশান্তের প্রবেশ

লুসি—আম্বন, আম্বন, নমস্কার ! বসুন—

প্রশান্ত বসিল

প্রশান্ত—আপনাকে disturb করলুম না তো ? আপনি পড়ছিলেন—কি
বই ?

লুসি—চয়নিকা।

প্রশান্ত—কা'র লেখা ?

শ্রোতের ফুল

লুসি—জানেন না? রবীন্দ্রনাথের চরনিকা।

প্রশান্ত—পাথুরিয়াঘাটার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো! জানি জানি। মস্ত বড় লোক তিনি। আপনি বুঝি কবিতা পড়তে ভালোবাসেন?

লুসি—কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।

প্রশান্ত—আমারও ভারী ইচ্ছে করে। কিন্তু জানেন তো, এ-সবের আমি কিছুই জানিনা। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার একরকম নেই-ই বলা চলে। আমি সারা জীবন কেবল মাটি খুঁড়েই বেড়িয়েছি। মাটি ছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা।

লুসি—আপনাকে তা'হলে মাটি করেছেন, বলুন!

প্রশান্ত—ঠিক তাই। দিনের পর দিন যে-ভাবে মুক্ত আকাশের তলে, বিস্তীর্ণ বনভূমির একান্ত নির্জনতায়, সঙ্গীহীন সম্বলহারা আমি শুধু মাটিকে আমার সুখদুঃখের দোসর করে' কাটিয়ে দিয়েছি, তা'তে তা'র সঙ্গে হয়েছে আমার নিবিড় আত্মীয়তা। সে আমার কাছে আর মাটি নয়, নিতান্ত আপনার জন!

লুসি—কবিরা বলেন, মাটি নয়—মা-টি!

প্রশান্ত—অতি সত্য কথা। সে ছিল আমার পাষাণী মা! কত দিন কত কষ্টই আমি করেছি! আজ তা' মনে হলেও শিউরে উঠি! মায়ের আমার দয়া হয়নি! কিন্তু দয়া যখন হ'ল, হু'হাতে সে আমার সব দুঃখ মুছে নিলে! তাই বলতে ইচ্ছে করে—

পায়ের নীচেয় রাখ'ব না আর তোরে—

তোরে রাখ'ব মাথায় তুলি'।

লুসি—তবে নাকি আপনি কবিতা জানেন না?

প্রশান্ত—ওই অতটুকুই! তা'র বেশী নয়! আমার মনে হয়, সকল মানুষের

শ্রোতের ফুল

ভিতরেই কিছু না কিছু কবিতা আছে, এবং যে-কোন অসতর্ক
মুহুর্তে তা' প্রকাশ হ'য়ে পড়ে !

লুসি—আপনার দেখছি মনস্তত্ত্বও জানা আছে !

প্রশান্ত—জানা আছে ঠিক বলতে পারি না, তবে জানবার চেষ্টা আছে ।

লুসি—চেষ্টা থাকলেই সফল হওয়া যায়—

প্রশান্ত—সকল ব্যাপারে সে-কথা খাটে না ।

লুসি—খাটে বই কি !

প্রশান্ত—এই তো আমি কলকাতায় এসে Gentleman হওয়ার চেষ্টা
করছি—পারছি কি ?

লুসি—পেরেছেন বই কি !

প্রশান্ত—আপনি কেমন সুন্দর গান করেন, কিন্তু আমি পারিনা । অথচ,
ইচ্ছে করে গাইতে । চেষ্টা করলে কি আর আমি আপনার
মতো গাইতে পারব ?

লুসি—গান না দেখি, পারেন কিনা !

প্রশান্ত—তবেই হয়েছে । আমি গান ধরলে পাড়ার লোকে তাড়া করে'
আসবে !

লুসি—এটা আপনার বিনয় ; এবং এই বিনয়ই প্রমাণ করে' দিচ্ছে যে
আপনি গাইতে পারেন ।

প্রশান্ত—কি রকম ?

লুসি—গাইয়ে লোককে গাইতে বললেই সে অসম্ভব রকম বিনয় শুরু করে'
দেয় । কিন্তু আমার মতো গাইয়ে যা'রা, তা'দের বললেই হ'ল !

প্রশান্ত—কিন্তু কই, আপনি গাইছেন না তো ?

লুসি—আপনি বলেন নি তো !

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—তাইতো ভুল হ'য়ে গেছে ! এইবার গান ।

লুসি—

গান

আমার সুদূর পথের শেষে তোমার মধুর ঘরখানি—

তা' জানি জানি !

মোর নরী ফুল মুকল হ'য়ে সাজায় তোমার ফুলদানি,

তা' জানি জানি !

যে নদী মোর পাষণ-কারায়

পথ না পেয়ে দিশা হারায়

তোমার বুকের সাগর তা'রে আদর করে'লয় টানি,—

তা' জানি জানি !

নিখিলের প্রবেশ

লুসি—এই যে নিখিল-দা ! বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ।

নিখিল—না ।

লুসি—ভারী চটে' গেছেন তিনি তোমার উপর, অসীম কমলাকে বিয়ে

করেছে শুনে ।

নিখিল—তবেই তো !

লুসি—তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার নাম ভুলিয়ে দেবেন বলেছেন !

নিখিল—তাই নাকি ?

লুসি—দাঁড়াও, ডলিদিকে খবর দি'—

প্রশান্ত—(ব্যস্তভাবে) আসছেন তো আবার !

লুসি—স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আলাপের সময় কি আমাদের থাকা উচিত ?

(অর্ধপূর্ণ হাসিয়া) আমি ওঘরে থাকব ।

প্রস্থান

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—নিখিল, নিখিল, কি করছ তুমি আমার জন্য ?

নিখিল—কি করব ?

প্রশান্ত—বিয়েটা ঠিক করে' দাও !

নিখিল—ওর বাপের সঙ্গে কথা বল ।

প্রশান্ত—বড় বন্ধুর পথ দেখিয়ে দিলে বন্ধু !

নিখিল—কিন্তু, ওই একমাত্র পথ !

প্রশান্ত—তুমি কিছুই করবেনা ?

নিখিল—প্রশান্ত, আবাণ্যের বন্ধু তুমি, আমার ছঃসময়ে অনেক করেছ ।

ম্যালেরিয়ায় যখন আমি মরণাপন্ন হয়েছিলাম, তুমি আমার

আক্কে না থাকলে আমি বাঁচতুম না ! আমারও তোমার

জন্ম কিছু করা উচিত । কিন্তু, প্রশ্ন এই যে কি করা যায় !

প্রশান্ত—এতে অত গবেষণার কি আছে ? বলে' করে' ঠিক করে দাও !

নিখিল—লুসিকে তুমি ভালোবাস ?

প্রশান্ত—তা' আবার জিজ্ঞাসা করছ ?

নিখিল—আর লুসি ?

প্রশান্ত—অপছন্দ করেনা, এইটুকুই বলতে পারি । বাকীটা ক্রমশঃ

আসবে ।

নিখিল—আমিও তাই মনে করেছিলাম । Damn it ! দেখ প্রশান্ত,

তুমি আর আমি, নিজের চেষ্ঠায় আমরা নিজের পায়ে

দাড়িয়েছি । আমরা ইডিয়ট নই । অল্প কেউ হ'লে আমার কথা

বলবার কোন আবশ্যক ছিলনা, কিন্তু তোমার কথা আলাদা !

প্রশান্ত—যা' বলবার, স্পষ্ট করে' বলো নিখিল । আমার কাছে ভণিতা

করবার তোমার কোন আবশ্যক নেই ।

শ্রোতের ফুল

নিখিল—যে-ভাবে এরা মানুষ হয়েছে প্রশান্ত, তা'তে আমাদের মতো
পাড়াগোঁয়ে লোককে এরা শ্রদ্ধা করতে পারেনা,—করে ঘৃণা ।

প্রশান্ত—না, না, লুসি সে রকমের নয় !

নিখিল—ভালো কথা ।

প্রশান্ত—তুমি যখন বিয়ে করেছিলে, তখন তুমিও তো আমার মতোই
ছিলে নিখিল !

নিখিল—ছিলাম, এবং তা'র ফলও পেয়েছি ! কিন্তু, সে কথা যাক্ । লুসির
বয়স এখন একুশ ; তুমি কি মনে করো, এই বয়স পর্য্যন্ত তা'র
মনে কোন দাগই পড়েনি ।

প্রশান্ত—যদি প'ড়েই থাকে, তা'তে কি যায় আসে । বিয়ের আগে কা'র
মনে কি দাগ আছে, অনুবীক্ষণ নিয়ে তা'র পরীক্ষা করে' পাত্তী
ঠিক করতে গেলে কনে' মেলাই ছুঁকর হয়ে ওঠে !

নিখিল—কিন্তু এখানে অনুবীক্ষণের আবশ্যক নেই । জানা কথা । তিমির
নামে ওদের এক আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে লুসির খুব ভাব-
ভালোবাসা আছে । আমার স্বপ্তর বলেন, ও কিছু নয়,
নিছক ছেলেমানুষী—nonsense ! তিমিরের যদি পরসং
থাক্ত, আমার মনে হয়, লুসি তা'হলে আজও কুমারী
থাক্ত না !

প্রশান্ত—তাই নাকি ?

নিখিল—অবশ্য লুসির মনের কথা আমি জানিনা । বাইরে থেকে যা'
দেখি, তাই তোমায় বললাম ।

প্রশান্ত—বটে ! আমি তা'হলে একটা fool ! আমাকে তা'হলে বাঁদর
নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে !

শ্রোতের ফুল

নিখিল—ঠিক বলতে পারিনা প্রশান্ত। বলেছি তো, লুসির মনের কথা আমি জানিনা। তবে, এ কথা ঠিক যে স্ত্রীর উমাশঙ্করের অর্থ নেই; তুমি ধনী, তুমি তা'র মস্ত বড় শিকার!

প্রশান্ত—কিন্তু লুসি? তা'রও কি ওই প্রকৃতি?

নিখিল—এ সমাজে অর্থের মূল্য সকলের চেয়ে বেশী, প্রশান্ত!

প্রশান্ত—কিন্তু বৌদি! তিনি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলেন, তোমার অর্থকে নয়!

নিখিল—একদিন আমিও তাই মনে করেছিলাম, কিন্তু,...যাক্ সেকথা।

প্রশান্ত—অমন সরল, অমন মিষ্টি স্বভাব, সে কি আমাকে—

নিখিল—এক কাজ কর। তুমি নিজেই তা'কে জিজ্ঞাসা করে' দেখ। হয়তো, সত্যিকার ভালোবাসা কি, এখনও সে তা জানেনা। তবুও, আমি যেটুকু জানি, তোমাকে আমার তা' বলা উচিত মনে করেই বললাম। এখন তোমার যা' ভালো মনে হয়, করতে পারে!

বয়ের প্রবেশ

বয়—মোহিতবারু এসেছেন। মায়ের কাছে চিঠি লিখবেন বলে' কাগজ পেন্সিল চাইছেন।

নিখিল—Shameless creature! দাঁও নিয়ে কাগজ পেন্সিল। তা'র চিঠিলেখা হ'য়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করে' যেতে বলো'। চিঠিখানা আমার কাছে নিয়ে এস।

বেয়ারার প্রস্থান

নিখিল—প্রশান্ত, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে তাই। আমার ভেতরের সেই গুণ্ডা নিখিল আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে

শ্রোতের ফুল

উঠেছে। যে লোকটি এখন আসবে, তাঁকে আমি গলা টিপে
মেরে না ফেলি, শুদ্ধ এইটুকু তুমি দেখ বে।

প্রশান্ত—কি করেছে লোকটা ?

নিখিল—অপেক্ষা কর, ও নিজেই তা' বলবে।

মোহিতের প্রবেশ

মোহিত—Well ! বেয়ারা বললে, আমাকে না কি দেখা করে' যেতে
বলেছেন।

নিখিল—হাঁ। আশা করিনি যে আবার তুমি এখানে আসবে। যখন
এসেছ, তখন দেখা করাটা দরকার।

মোহিত—দরকারটা কি ?

নিখিল—এই আমার বন্ধু প্রশান্ত, ও নাচ শিখবে। শেখাবে ?

মোহিত—আমার সময় নেই।

নিখিল—সে আমি জানি। Lady না হ'লে তোমার সময় হয়না।

বয়ের প্রবেশ, নিখিলের হাতে চিঠি দিয়া প্রস্থান

মোহিত—মিসেস্ রায়ের চিঠি। শুনলাম তিনি বেরিয়ে গেছেন, তাই
ড'লাইন লিখে রেখে যাচ্ছিলাম।

নিখিল—সে আমি জানি।

মোহিত—চিঠিখানা তিনি যেন পা'ন।

নিখিল—নিশ্চয়ই ! আমি নিজেই তা'কে দেবো।

মোহিত—Thanks, আচ্ছা, চল্লুম তা'হলে—

নিখিল—একটা কথা। এই চিঠিতে কি লেখা আছে, জানতে আমার
ভারী আগ্রহ হচ্ছে।

মোহিত—সে কি ! পরের চিঠি খুলবেন আপনি ?

শ্রোতের ফুল

নিখিল—না, না, তুমিই খোল—

মোহিত—আমি ?

নিখিল—দয়া করে' তুমিই চিঠিখানা খুলে' আমাকে পড়ে' শোনাও—

মোহিত—আমার সঙ্গে কি তামাসা কচ্ছেন ?

নিখিল—তামাসার পাত্র তুমি নও। ব্যস্ত আছি। শিগ্গির—

মোহিত—দেখুন নিখিলবাবু—

নিখিল—Quite so. খোল খামখানা—please !

চিঠি মোহিতের হাতে দিতেই সে তাড়াতাড়ি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। নিখিল চট করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল। প্রশান্ত মোহিতের বাঁ দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল—দেখ্ছ, মোহিতবাবু, আমি একটা পুরোদস্তুর গুণ্ডা। চিঠিখানা বরং খুলে পড়—

মোহিত—কোনই আপত্তি নেই—(প্রশান্তর দিকে চাহিয়া) এই ভদ্রলোকটি—

নিখিল—ওর সামনেই পড়—

মোহিত—All right ! (পড়িতে লাগিল)—Dear Mrs. Roy.

প্রশান্ত—(কাঁধের উপর হইতে দেখিয়া) মিসেস্ রায় লেখা নেই, আছে ডলি—

মোহিত—(কট মট করিয়া চাহিয়া)—“অনেক দিনের বন্ধুত্ব আমাদের—

নিখিল—তুমি পড় প্রশান্ত—

মোহিত—সে কি, পরের চিঠি—

নিখিল—Quite so ! (চিঠি কাড়িয়া লইয়া) পড় প্রশান্ত,—

প্রশান্ত—(পড়িল) “কাল যদি আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা

শ্রোতের ফুল

করো'। আমি পাগল হ'য়েছিলাম, সে কি আমার দোষ ডলি ?
—মোহিত ।”

নিখিল—আচ্ছা, টেবিলের উপর রেখে দাও। তুমি যেতে পার মোহিতবাবু।

মোহিত—কিন্তু যাওয়ার আগে আমি জানতে চাই এই সব অভদ্রতার—

নিখিল—চলে যাও, চলে যাও মোহিতবাবু,—এটা আমার বাড়ী, এ কথাটা

যে আমি ভুলতে পাচ্ছি না ! নইলে...চলে যাও—চলে যাও—

দুজনে কয়েক মুহূর্ত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল।
তারপর হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মোহিত সদর্পে বাহির
হইয়া গেল।

লোকটার ভাগ্য ভালো যে আমার বাড়ীতে ওর সঙ্গে আমার
দেখা হ'ল। অন্য কোথাও হ'লে ওর গলা টিপে মেরে ফেলতুম !

প্রশান্ত—এ চিঠিতে কিন্তু বৌদিকে সন্দেহ করবার কিছু নেই—

নিখিল—সন্দেহ ? তা'কে সন্দেহ ? তুমি কি মনে করো, তা'কে আমি
কখনও সন্দেহ করেছি ! না না না। কিন্তু ব্যাপারটাতে
এই ! এই একটা ভ্যাগাব্যাণ্ডকে আনাগোনা করতে সে প্রশ্রয়
দেয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তা'র সঙ্গে মেলামেশা করে', তা'র মুখ
থেকে অতি কদর্য্য প্রেম-নিবেদন শুন্তে তা'র বিরক্তি লাগে
না ! এর জন্ত—এই রকম একটা অপদার্থের জন্ত সংসারের আর
সব-কিছুকেই করে সে অবজ্ঞা,—অবহেলা—

উমাশঙ্করের প্রবেশ

উমা—নিখিল ! ও, এই যে প্রশান্তবাবু। কেমন আছেন ?

প্রশান্ত—Thanks ! মন্দ নয় !

শ্রোতের ফুল

উমা—নিখিলের সঙ্গে একটু কথা ছিল। আচ্ছা, আপনাদের কথা শেষ হোক, আমি অপেক্ষা করছি!

প্রশান্ত—না, না, আমি তো যাচ্ছিলাম! আপনি বসুন। নমস্কার।

প্রস্থান

নিখিল—বসুন।

উমা—না। আমার বক্তব্য দাঁড়িয়ে বলতেই সুবিধে হবে। আমি জানতে চাই, কাল রাতে আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে, এ-খবরটা কি সত্যি?

নিখিল—সত্যি। আমিই তা'র সমস্ত বন্দোবস্ত করে' দিয়েছিলাম। নিরীহে শুভকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

উমা—বেশ! বেশ! কিন্তু তা'র আত্মীয়-স্বজনের, মা-বাপের সম্মতি নেওয়ার তুমি কোনই আবশ্যিক বোধ করনি। সেটা অত্যন্ত অনর্থক বলে' তোমার মনে হয়েছে।

নিখিল—অবস্থাচক্রে তাই অবশ্য আমাকে মনে করতে হয়েছিল!

উমা—চমৎকার! দেখ নিখিল, দু-একবার তুমি আমাকে টাকা ধার দিয়েছ, সে জন্ম তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য, খুব শিগ্গিরই আমি তা' ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি—

নিখিল—সেজন্ম আমি ব্যস্ত নই—

উমা—কিন্তু, আমি ব্যস্ত না হ'লে পারছি না। এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার ব্যবহার ভদ্রলোকের মতো হয়নি। ও-সব পাড়ার্গেয়ে চাল আমার উপর চালতে যাওয়ার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না। অত্যন্ত নীচ, ঘৃণ্য তোমার ব্যবহার! একটা গর্দভের যে—

শ্রোতের ফুল

নিখিল—আপনার বক্তৃতা দেওয়ার শক্তি যথেষ্ট এবং আমি তা'র প্রশংসা করি। আমার সম্বন্ধে আপনার যে উচ্চ ধারণা, এই সব বিশেষণ দিয়ে বহু বারই আপনি আমাকে তা' শুনিয়েছেন! যদি অনুমতি করেন, আপনার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা, আজ আপনাকে তা' আমি শুনিয়ে দিই।

উমা—তুমি? আমাকে শোনাবে? তোমার আমার যে সম্বন্ধ—

নিখিল—তা'তে, আপনার গালাগালিগুলি বেমালুম হজম করা যেমন আমার কর্তব্য, আপনারও তেমনি আমার কাছ থেকে ছ'চারটে সত্যি কথা শোনার শাস্ত্রের নিষেধ নেই! এই অসহায় বালিকাটিকে বিয়ে করতে আপনার ছেলেকে বাধা দেওয়া শুধু অমানুষিকতা নয়,—It is criminal!

উমা—(রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) আইন শিথিয়ো না, আমাকে আইন শিথিয়ো না বলছি!

নিখিল—আপনার ছেলে তা'কে বিয়ে করে' খুব একটা মহৎ কাজ কিছু করেনি, তা'র অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মাত্র!

উমা—হয়েছে! তোমার লেকচার শুনতে আমি আসিনি!

নিখিল—না! আপনি এসেছিলেন, তিরস্কারের কশাঘাতে আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। কিন্তু তা' পারবেন না। এখন শুধু এইটুকু জেনেই খুশী থাকুন, আপনার ছেলে যা' করেছে,—খুব ভালো কাজই করেছে!

উমা—ভালো কাজ করেছে? বংশের মর্যাদা, বংশের সম্মান—

নিখিল—সে কথা আর না-ই তুললেন!

উমা—কি, কি বলছ!

শ্রোতের ফুল

নিখিল—আপনার ছেলে এখানে সাহেব সেজে' জোচ্চুরি বদ্‌ম্যাসেসি
ক'রে বেড়ানোর চেয়ে সুন্দরবনে হাল চাষ করলে, আপনার
বংশগরিমা তা'তে বাড়বে ছাড়া কমবে না।

বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একখানা কার্ড নিখিলের হাতে দিল

নিখিল—বসতে বল।

উমা—না। আসতে দাও। আমি যাচ্ছি। বেয়ারার প্রস্থান
ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তুমি
একটা—তুমি একটা... কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই প্রস্থান

মিঃ দাসের প্রবেশ

নিখিল—আমুন মিঃ দাস। আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করতে
চাই। খুব শিগ্গির বেচে দিতে পারবেন ?

দাস—সমস্ত ফার্নিচার—

নিখিল—শুধু ফার্নিচার নয়— ডলির প্রবেশ
এই বাড়ী। গ্রামবাজারের তিনখানা বাড়ী, বারাকপুরের
বাগানবাড়ী, সব—সব !

দাস—সমস্তই বেচবেন ? কেন বলুন তো ?

নিখিল—আমি আফ্রিকায় যাচ্ছি। পনের দিনের ভিতর বেচা চাই।

দাস—আচ্ছা, আমি সোমবারেই নিলামের বন্দোবস্ত করছি।

দাসের প্রস্থান

নিখিল—হাঁ, দেবী করবেন না।

ডলি—এর মানে কি ?

নিখিল—মানে এই, যে আমরা আফ্রিকায় যাচ্ছি।

ডলি—আফ্রিকায় !

শ্রোতের ফুল

নিখিল—হাঁ, আমি, তুমি আর খোকা।

ডলি—আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না।

নিখিল—না বোঝবার কি আছে ডলি! অতি সোজা কথা। ভালো কথা,
তোমার একখানা চিঠি আছে—ওই যে!

ডলি—আমার চিঠি?

নিখিল—হাঁ, মোহিতবাবু লিখে রেখে গেছেন।

ডলি—(চিঠি লইয়া) খুললে কে?

নিখিল—তিনি নিজেই খুলেছেন এবং আমাকে পড়ে' শুনিয়েছেন।

ডলি—(নিখিলের দিকে একবার চাহিয়া) ও। (চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া)

কা'ল তুমি যখন এলে—

নিখিল—থাক, সে কথার আর কাজ নেই।

ডলি—কিন্তু, আমার কাজ আছে। তুমি হয়তো ভেবেছিলে—কি
ভেবেছিলে জানিনা। স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছিল।
ওই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। কিন্তু তাই
বলে' চাকরকে তোমার বলা উচিত হয়নি—

নিখিল—কেন?

ডলি—তুমি আমার উপরই ছেড়ে দিতে পারতে!

নিখিল—বছবারই তোমাকে আমি বলেছি, কিন্তু তুমি শোননি।

ডলি—স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছিল। ভবিষ্যতে—

নিখিল—ভবিষ্যতের জন্ত ভাবতে হবেনা। এ রকম লোক আফ্রিকায় নেই!

ডলি—আফ্রিকা তোমার মাথায় ঢুকল কেন? সত্যিই কি তুমি আফ্রিকায়
যেতে চাও নাকি?

নিখিল—নিশ্চয়ই।

শ্রোতের ফুল

ডলি—এ তো বড় অদ্ভুত কথা। কান্কের কথা যদি ধর, আমার শিক্ষা হ'য়ে গেছে। আর কখনও—

নিখিল—যেতে দাও ও-সব কথা!

ডলি—কেন? কি করেছি আমি, যে তুমি আমাকে আফ্রিকার জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে চাও?

নিখিল—স্বামীর সঙ্গেই স্ত্রীর থাকা উচিত, সে আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক, কি সাহারার মরুভূমিতেই হোক!

ডলি—আমি তোমার স্ট্রিকেশ নই, যে যখন যেখানে যেমনটি রাখবে, সেইখানেই আমি পড়ে' থাকব।

নিখিল—অনেকবারই এ কথা তুমি বলেছ।

ডলি—তুমি বিরক্ত হ'তে পার, বুঝতে পারি। কিন্তু তা'তো নয়, তুমি করেছ রাগ। কিন্তু অত রাগ করবার বাস্তবিক তো কোন কারণ নেই! ও-সব পাগলামি ছাড়।

হাত ধরিল। নিখিল হাত ছাড়াইয়া একথানা

মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

শুনবেনা তুমি? একেই বলে বাঙালের গৌ। ওঃ! কি রকম চোখ পাকিয়ে তুমি তাকাচ্ছ! তুমি যেন ওথেলো আর আমি যেন ডেস্‌ডিমনা! আর তুমি আমাকে কি করতে বলো? তোমার পায়ে কি আমি মাথা খুঁড়ব?

নিখিল—(রুম্মভাবে) মাথা খুঁড়তে তো তোমাকে আমি বলিনি!

ডলি—তবে? কি করতে বল তুমি আমাকে?

নিখিল—কিছু নয়,—শুধু আমার সঙ্গে বেতে বলছি। আমি অনেক সহ্য করেছি। দিনের পর দিন তোমার অনেক খামখেয়ালি আমি বরদাস্ত করেছি। আর নয়। এইবার শেষ।

শ্রোতের ফুল

ডলি—শেষ ?

নিখিল—হাঁ।

ডলি—কি বলছ তুমি, আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না!

নিখিল—এর চেয়ে বেশী কিছু আমি বলতে চাইনা।

ডলি—বলতে হবে তোমাকে। মিঃ দাসকে তুমি কি বলে' দিয়েছ ?

নিখিল—আমার বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি. জিনিষপত্র সব বিক্রী করতে!

ডলি—সে কি! তুমি কি পাগল? টেলিফোন করে' বন্ধ করে' দাও।

ভদ্রলোক যদি সত্যিসত্যিই।

ডলি টেলিফোনের দিকে ছুটিল। নিখিল হাসিয়া উঠিল।

ব্যাপার কি ?

নিখিল—আর ফেরা চলে না।

ডলি—কেন? ওই মোহিতের জন্তু!

নিখিল—শুধু মোহিত নয়। যে-সব বন্ধু বান্ধবের সাথে তুমি এতদিন
মিশে এসেছ, যে ভাবে তোমার জীবন এতদিন তুমি চালিয়ে
নিরে এসেছ, আজ তা'র আমূল পরিবর্তনের আবশ্যক হয়েছে।

ডলি—তা'র মানে ?

নিখিল—যথেষ্ট হয়েছে। এই সব sex-less নারী, যা'রা সাজগোজ করা
আর স্ফূর্তি করে' বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই জানেনা;
আর এই সব মস্তিষ্কহীন, মেরুদণ্ডহীন ক্লীব, পুরুষ বলে' যা'রা
নিজেদের পরিচয় দেয়,—দের হয়েছে! আর তা'দের আমি
চাই না। এই সহরে সভ্য জীবনের আমাদের চূড়াস্ত হয়ে
গেছে। এইবার আমি তা'র শেষ করব, আর তোমাকেও
তাই করতে হবে!

শ্রোতের ফুল

ডলি—(বিষন্নমুখে) তুমি বাড়িয়ে বলছ—

নিখিল—বাড়িয়ে বলছি ! দিনের পর দিন, নিজের চোখে আমি
দাঁড়িয়ে দেখিনি ? এখানে স্ত্রীর খোঁজ স্বামী রাখেনা, স্ত্রী করে
স্বামীকে অবহেলা, ছেলের খোঁজ নিতে মায়ের ফুরসৎ নেই—

ডলি—(ক্রুদ্ধভাবে) মিথ্যা কথা !

নিখিল—মিথ্যা কথা ! ওপরে আছে আমাদের ছেলে । একটা অজানা
অচেনা স্ত্রীলোককে তুমি রেখেছ তা'কে স্ত্রী দিতে,—যা'তে তুমি
নেচে গেরে বেড়াতে পারো । সারা দিনের ভিতর মাত্র কয়েক
মিনিট তুমি তা'কে চোখের দেখা দেখে যাও,—সেইখানেই
তোমার কর্তব্যের শেষ !

ডলি—তুমি কি বলতে চাও, আমার ছেলেকে আমি ভালোবাসিনা ?

নিখিল—হয়তো বাসো.—যেমন আমাকে, ঠিক তেমনি । চব্বিশ ঘণ্টার
মধ্যে বড়জোর আধ ঘণ্টা ! বাকী সময়টুকু আমরা ধর্তব্যের
মধ্যেই নই !

ডলি—(উত্তেজিতভাবে)—তুমি নিন্দুক, তুমি স্বার্থপর—

নিখিল—আমি ? আমি একটা জানোয়ার । আর, যে লোকটা তোমার
কানে কানে ছুটো গুঁকা কথা কইতে পারবে, সেই হবে তোমার
পেয়ালের লোক ! কোন দিকেই তোমার খেয়াল নেই ; তুমি
নাইটের মেয়ে, মোহিতের দল নিয়ে স্ফুর্তি করে' বেড়াবার
জন্মই তুমি জন্মেছ । সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত খালি
আমোদ—আমোদ—আমোদ ! জাহান্নামে যাক এই পোষাকী
জীবন । এ আমার অসহ হয়ে উঠেছে । এই নরক থেকে
তাই আমরা দূরে চলে' যাব,—তুমি আর আমি । সেখানে

শ্রোতের ফুল

তোমার-আমার ভিতরে আর কেউ থাকবেনা। শুধু তুমি
আর আমি।

ডলি—(উদ্ভতভাবে)—আমি যাব না।

নিখিল—যাবে না ?

ডলি—না, না। আফ্রিকার জঙ্গলে যাওয়ার জন্তু তোমাকে আমি বিয়ে
করিনি।

নিখিল—না, আমাকে বিয়ে করেছিলে পয়সার জন্তু—

ডলি—তোমার যা'ইচ্ছে তাই মনে করতে পারো—

নিখিল—মনে করা নয়,—এ fact ! মোহিতের যদি পয়সা থাকত,
তা'হলে তা'কেই তুমি বিয়ে করতে ! আজ যদি আমি মারা
যাই,—কাল সে-ই হবে তোমার ম্যানেজার—

ডলি—(আর্তনাদ করিয়া) উঃ—

নিখিল—সে, অথবা তা'রই মতো আর একজন। অতি সত্য কথা।
Beautiful vampire ! আমাকে বিয়ে করেছিলে শুধু
পয়সার জন্তু,—ভগবান জানেন, সে মূল্য আমি কড়ায়-গণ্ডায়
মিটিয়ে দিয়েছি ! কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব।

ডলি—(সহসা অসহ উত্তেজনায়) আফ্রিকায় আমি যাব না !

নিখিল—যাবে না ?

ডলি—না, না। লুসি, লুসি—আর এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকব না।

লুসি—লুসি—

নিখিল—যাবে না তুমি ?

ডলি—(জবাব না দিয়া) লুসি—লুসি—

শ্রোতের ফুল

দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। লুসির হাত পরিয়া প্রশান্তুর
প্রবেশ। ছুটিয়া গিয়া লুসিকে ছিনাইয়া আনিল।

ডলি—চলে আর, চলে আর লুসি—এক মিনিট আর আমরা এখানে
থাকবো না,—

লুসি—কেন? কি হয়েছে ডলি-দি!

ডলি—চলে আর, চলে আর—

টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রশান্ত—ব্যাপার কি নিখিল?

নিখিল পাথরের মত স্থির।

নিখিল, নিখিল, হয়েছে কি?

নিখিল নিরন্তর।

হ'ল কি নিখিল, বোঁদি কি—

নিখিল—(যেন আশ্বস্ত হইয়া)—Damn it! প্রশান্ত, আমার মতো বাড়ী.

ঘর, জায়গাজমি তুমি কিন্তে চেয়েছিলে না?

প্রশান্ত—সে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু—

নিখিল—আমার এই গুলোই তুমি নিয়ে নাও—

প্রশান্ত—তোমার হ'ল কি?

নিখিল—আমি আফ্রিকার যাচ্ছি—

প্রশান্ত—আফ্রিকায়? হঠাৎ আবার আফ্রিকা কেন?

নিখিল—(চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর থেকে এক-একগানা করিয়া বই ছুঁড়িয়া
ফেলিতে ফেলিতে, ঘাড় কিরাইয়া—) আফ্রিকায় এখনও cultured
society তৈরী হয়নি প্রশান্ত, তাই আমি যাচ্ছি—আফ্রিকায়!

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলাভবন। মেয়েরা চায়ের কাপ নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। পেছনে অর্গানের কাছে দাঁড়িয়ে তিমির।

তিমির—Ladies and Gentlemen !

নীলা—জেন্টেলম্যান তো এখানে কাউকেই দেখছি না, তিমির-দা !

তিমির—নাই থাক্। কেউ এসে উপস্থিত হ'তে তো পারেন ! তাঁর জগ্ন ও provision-টা রাখা ভালো !

নীলা—কোন ভদ্রলোক কখনও আর এখানে আসবেন বলে' তো আমার মনে হয় না !

তিমির—Why not ! আমাদের club-এর যে রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে, আর কোন্ ক্লাবের তা' আছে ? অসীম elope করেছে কমলাকে। রাসবিহারী পালিয়েছে,—বোধ হয় লক্ষ্মীয়ে কেশরী-বাঈজোর কাছে। মোহিত নিরুদ্দেশ, সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পণ্ডিতেরা বলেন—ধূমাৎ—

নীলা—অর্থাৎ ধোঁয়ার জগ্ন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ?

তিনি—পর্কতো বহিমান্ ধূমাৎ ! ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে হবে যে আগুন আছে !

নীলা—কিন্তু আগুন থাকলেই যে ধোঁয়া থাকবে, তা'র তো কোন মানে নেই। যেমন তুষের আগুন। সেখানে আগুন চেনবার কি বিধান পণ্ডিতেরা করেছেন !

শ্রোতের ফুল

তিমির—সেখানে আগুন দেখতে হ'লে হাত পুড়িয়ে দেখতে হয় !

ইলা—একবার দেখনা তিমিরদা, নীলার বুকের ভিতর তুষের আগুন আছে কি না ?

তিমির—তুষের আগুন কোথায় যে নেই ইলা, তা'তো জানিনা। বোধ হয় আছে সর্বত্রই,—কেবল তা'র ধোঁয়া নেই—প্রকাশ নেই বলেই তা' চোখে পড়ে না !

নীলা—কিন্তু বুকে হাত দিলে তা'র আঁচ পাওয়া যায়। দেখিনা তিমির-দা, তোমার পে আগুন আছে কি না ?

তিমির—আগুন কি আর অম্নি থাকে নীলা ! তা'কে জালিয়ে রাখতে হ'লে খোরাক চাই। তুষ না থাকলে শুধু ছাই কি আর জলে ?

নীলা—তোমার কি পুড়ে' পুড়ে' সব ছাই হ'য়ে গেছে নাকি ?

তিমির—অথবা তুষই আছে, আগুন তা'তে কেউ ধরায় নি !

ইলা—কেন, লুসি-দি ?

তিমির—তুমি আমাকে খাল মনে করিয়ে দাও ইলা, যে বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর আমার নেই !

ইলা—থাকলে তো আমিই তোমাকে বিয়ে করতুম !

নীলা—আমি করতুম না। তোমার মতো ভাবুক নিয়ে ঘর করতে হলে পঞ্চাশ হাজারে কুলোর না।

তিমির—তা'র চেয়ে বেশী থাকলে তো আমি হতুম পলিটিসিয়ান। আমি ভাবুক,—কেননা আমি গরীব। আমি আলো দেই অন্ধকারে।

ইলা—ওঁকেই তা'হলে বিয়ে কর নীলা ! বাদলার দিনে সুইস্ টিপুতে পারবি !

তিমির—নালা চায় পয়সা-ওয়ানা স্বামী, আমি চাই পয়সা-ওয়ানা স্ত্রী।

শ্রোতের ফুল

আমরা পরস্পরকে তারিফ করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করতে পারি না !

নীলা—যতক্ষণ না, কেউ তা'র সম্পত্তি আমাদের উইল করে' দিয়ে মারা যান !

তিমির—তা'হলে আমাদের একটা post-mortem engagement হ'য়ে থাক্ নীলা !

ইলা—লুসি-দির বিয়ে কবে তিমির-দা ?

তিমির—কবে কি !—কাল।

নীলা—তা'হলে তুমি এখন পোস্টমর্টেম এঙ্গেজমেন্ট করেই বেড়াবে না কি ?

তিমির—অন্ত engagement-এর অভাবে।

ইলা—সত্য বলোনা তিমির-দা, লুসি-দির বিয়ে হচ্ছে, তুমি কি করবে ?

তিমির—লোকে Three cheers দেয়, আমি Ten cheers দেব।

Ten cheers for Lucy !

সকলে—Cheers !

তিমির—তা'হলে অঙ্কার সভা এইখানেই ভঙ্গ হোক —

নীলা—সে কি রকম ? সভা আরম্ভই তো হয়নি ! প্রারম্ভ সঙ্গীত তো গাওয়া হয়নি !

তিমির—তা'হলে আরম্ভ হোক প্রারম্ভ-সঙ্গীত—

সকলে—(গান) ওগো পাগল ফাঙন, আবার আমার ফুলশেজে

নতুন করে' বাসর শয়ন পাড়লে যে !

আবার শিশির-বিন্দু পরে

চাঁদের আলোর চুম্বকি করে,—

যেন মুখে হাসি, জলে চোখের কোল ভেজে !

শ্রোতের ফুল

পাগল-ফাগুন আবার দখিণ দোর খুলি'—

হুলিয়ে দিলে মাতিয়ে দিলে মনের বনের ফুলগুলি !

আবার এ কোন্ অচিন্ পাখী

করে গোপন ডাকাডাকি,—

জাগায় মুকুল বরা-পাতার সুর বেজে !

তিমির—Three cheers for Mr. পাগল ফাগুন !

সকলে—Cheers !

তিমির—Ten cheers for Lucy !

সকলে—Cheers !

নীলা—অম্নি নিখিলবাবুকেও চিয়ার-আপু করো তিমির-দা,—তিনি যে
আফ্রিকায় যাচ্ছেন !

তিমির—ভালোই হয়েছে,—ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছে । নিখিল
যাচ্ছে, কিন্তু ডলি থাক্ছে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করতে ! নিখিল
যাচ্ছে, কিন্তু স্মার উমাশঙ্করকে উদ্ধার করতে এসেছে প্রশান্ত !

নীলা—ডলিদির যা'হোক বরাত ভালো । নিখিলবাবু নাকি অনেক টাকা
তা'কে দিয়ে যাচ্ছেন !

ইলা—কিন্তু তার ছেলোটিকে যে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ভারী অত্যাচার । যা
বলেন—এটা পাশবিক ব্যবহার !

তিমির—পুরুষের পাশবিক ব্যবহার সেই আদিম যুগের বর্ধরতার একমাত্র
শেষ অভিজ্ঞান !

নীলা—ঠিক এই ভাবের লাইন যেন কোথায় পড়েছি !

তিমির—মাপু করতে হ'ল—এটা আমার সম্পূর্ণ original ! পরানুকরণ
যদি কিছু আমার ভিতর থাকে, সে শুধু ধনী-কত্মাকে বিয়ে
করতে চাওয়া !

শ্রোতের ফুল

ইলা—কিন্তু ডলি-দি অমন তালা বন্ধ করে' বসে' আছে কেন ? কারও সঙ্গে দেখাই করে না !

নীলা—তা'র বাবা কিন্তু সহর মাতিয়ে তুলেছেন !

তিমির—ওঃ, নিখিলের উপর তাঁর কী রাগ ! খুশুর-জামাইয়ের এই লড়াই আমি বেশ উপভোগ করি। সেই যে, কি একটা কবিতা আছে নীলা,—তোমার মনে আছে ?—“ভেসে চলে' যায় যে শ্রোতের ফুল—”

নীলা— ভেসে চলে' যায় যে শ্রোতের ফুল প্রণয়ের পারাবারে,
শত অভিমান-পাষণ-প্রাচীর রোধিতে পারেনা তা'রে !

তিমির—সে প্রাচীর বোধ হয় মাগম দিয়ে তৈরী। আমাদের এ পাঁচাল-
গুলো তা'র চেয়ে যেন একটু বেশী শক্ত !

ইলা—প্রশান্তবাবু শুন্ছি নিখিলবাবুর বাড়ীঘরদোর সব কিনে নিচ্ছেন।
ডলি-দি থাকবে কোথায় ?

তিমির—কেন ? বাপের বাড়ী। স্বাধীন জীবন উপভোগ করতে
স্ত্রীলোকের তা'র চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই।

নীলা—কিন্তু বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ী থাকাটা—

তিমির—কিছুই দোষের নয়,—হাতে যদি টাকা থাকে !

ইলা—কিন্তু তবুও, স্বামী যাবে আফ্রিকায়, আর স্ত্রী থাকবে বাপের
বাড়ী,—এ যেন কেমন লাগে !

তিমির—দিছুই নয় ! বরং এ একটা আদর্শ ! স্বামীরও তা'তে অনেক
ঝগাট বাঁচে, স্ত্রীরও তা'তে অনেক ফুরসৎ মেলে !

ইলা—আদর্শ স্থাপন করতে পয়সা চাই তিমির-দা !

তিমির—সেই তো ছুঃখ ইলা ! যদি কেউ কখন উইল করে' কিছু দিয়ে যায়—

নীলা—তা'হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব তিমির-দা ! কিন্তু এক সর্তে—

শ্রোতের ফুল

তিমির—কি ?

নীলা—তুমি যাবে আফ্রিকায়, আর আমি থাকব বাপের বাড়ী !

ইলা—হেরে গেলে তিমির-দা, জবাব দাও—

তিমির—আগে তোমার মোহিত জোগাড় হোক । কিন্তু আমাদের মোহিত
ব্যস্ত হয়ে কি কাণ্ডটাই করলে !

নীলা—ডলি-দি বোধ হয় জানেনা যে, মোহিত-দা শান্তিকে ইলোপ করেছে !

তিমির—জানলে তো সে-ই আফ্রিকায় চলে' যেত !

নীলা—চল, যাওয়া যাক্ তিমির-দা, এ ভাঙা হাটে কাঁশি বাজিয়ে আর
লাভ নেই—

তিমির—এস, শেষ-সঙ্গীত গেরে আমরা বিদায় নি !

নীলা—চির-বিদায় ?

তিমির—নানা, যতদিন না উইল করে' কেউ টাকা দেয় !

তিমির অর্গানে বসিল । সকলের গান ।

পা'পয়া উঠিলে গাহি' বকুলের বনে বনে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,— রেখো মনে !
যবে কহিতে গোপন কথা
ছলিবে ছলালী লতা,
কুণ্ঠিতা লাজলতা, ও-তোমার বাতায়নে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,—রেখো মনে !
যবে দখিণা মলয়া আসি' তরুমর্মর গানে—
ভালোবাসি, ভালোবাসি,—শুনাবে তোমার কানে,
যবে রূপালি চাঁদিনী রাতি
ফুলেলা শয়ন পাতি'
মঞ্জুল মালা গাঁথি জাগিবে মাধবী সনে,—
আমারে রাখিয়ো মনে,—রেখো মনে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রতিভার বাড়ীর বসবার ঘর। প্রতিভা সোফায় বসিয়া
একটা কি বুনতেছিলেন। লুসি প্রবেশ করিল।

লুসি—প্রতিভা-দি, ডলি-দি এসেছে ?

প্রতিভা—কই, আসেনি তো !

লুসি—আসেনা তোমার এখানে ?

প্রতিভা—রোজই আসে ছু'তিনবার করে'। খোকার কাছে বসে' বসে'
কেবল কাঁদে !

লুসি—এদের একটা মিটমাট করে' দাও না দিদি ! তুমি পারো।

প্রতিভা—পারছি কই ভাই, তোমার বাবা যে বাধা দিচ্ছেন। ডলিকে
তিনি খালি তাতিয়ে রাখছেন !

প্রশান্তর প্রবেশ

এই যে প্রশান্ত, নিখিল এলো না ?

প্রশান্ত আসতে পারলে না। বিলি-বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত আছে। একটু
ফুরসৎ পেলেই আসবে বলেছে। (লুসিকে) সেই জুয়েলারের
দোকান থেকে লোক এসেছিল। তোমাকে গিয়ে জিনিসগুলো
পছন্দ করে' দিয়ে আসতে হবে।

প্রতিভা—তোমাদের বিয়েতেও সে থাকবে না।

প্রশান্ত—এত করে বল্লুম। কিন্তু কা'ল না গেলে সোমবারের ষ্টীমার
ধরতে পারবে না। এ ষ্টীমার সে miss করতে চায় না !

লুসি—আমি চল্লুম দিদি। নিখিল-দা এলে তোমরা দু'জনে একটু চেষ্টা
করে' দেখো—

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—আমার সে সাহস নেই লুসি। নিখিলকে তোমরা চেন না, কিন্তু আমি চিনি। যা' ধরবে, তা' করবে! তা'তে স্বয়ং ভগবান এসেও যদি হাতযোড় করে' অনুরোধ করেন,—ও ফিরেও চাইবে না!

লুসি—যা'কে বলে বাঙালের গোঁ!

প্রশান্ত—না, যা'কে বলে conviction,—যা'র ভিতর সহরে hypocrisyর-নামগন্ধ নেই!

প্রতিভা—কিন্তু একগুঁয়েমিটা এখানে একতরফা নয় প্রশান্ত। নিখিলের যদি এ বাঙালের গোঁ, আমি ভাবি, ডলি এই একগুঁয়েমি শিখলে কোথায়?

প্রশান্ত—জিদ্‌ই জাগিয়ে তোলে জিদ্‌কে! কিন্তু, এ ক্ষেত্রে কার জিদ্‌ যে কার জিদ্‌কে জাগিয়ে তুলেছে, তা' বোঝা শক্ত!

লুসি—যা'রই করুক, মোটের উপর, নিখিল-দা যে চলে যাবে, এ আমি একেবারেই সহ করতে পাচ্ছি না। যেমন করে' হোক তাঁ'কে রাখা চাই। আমি আস্ছি—

অস্থান

প্রতিভা—আমার কথা তা'কে বলেছিলে প্রশান্ত?

প্রশান্ত—বলেছিলাম। কিন্তু সে কোন কথা কানেই তুলতে চায় না।

প্রতিভা—তা'কে কি রকম দেখলে?

প্রশান্ত—যেমন সেই ছেলেবেলায় দেখেছি। কোটপ্যাণ্টের ভেতরে সেই খদরপরা নিখিল। তা'র চোখের সেই দৃষ্টি—তা' ভোলবার নয়। এই দৃষ্টি তা'র চোখে যখন ফুটে ওঠে, তা'র কাছে যেতেও আমরা সাহস পাই না।

শ্রোতের কুল

প্রতিভা—তুমি তা'র অন্তরঙ্গ বন্ধু !

প্রশান্ত—যতদূর করতে পারি, তা' করেছি। কিন্তু ওর রকমই আলাদা
দাঁতের ওপর দাঁত যখন একবার চেপে ধরে—

প্রতিভা—জানি, জানি। তোমাদের পুরুষের স্বভাবই এই। একটু
কিছু খেয়াল জোর করে' আঁকড়ে ধরে' থাকাকাঁকেই তোমরা
মস্তবড় বাহাদুরি বলে' মনে কর। নারীকে তোমরা প্রশ্রয়
দাও, দিনের পর দিন তা'কে চলতে দাও তা'র খুশী
মতো,—তারপর একদিন হঠাৎ তার চুল ধরে' টেনে এনে
তা'কে ড্রিল শেখাতে শুরু করো। তুমি “ষ্ট্যাণ্ড আপ্”
বললেই তা'কে দাঁড়াতে হবে,—“সিট ডাউন” বললে তা'কে
বসতে হবে !

প্রশান্ত—কিন্তু, নিখিলের কোন দোষ আছে বলে' আমার মনে হয়না—

প্রতিভা—না হওয়ারই কথা। পুরুষ এতে দোষ দেখে না। আমিও
তা'র দোষ দিই না। আমি শুধু অনুতাপ করি।

প্রশান্ত—অনুতাপ ?—কেন ?

প্রতিভা—নিখিলকে আমি বলেছিলাম একটু গর্জন করতে ! ও যে
এতখানি কঠিন হ'তে পারে, আমি তা' ধারণাও করিনি ! এখন
আমার অনুতাপ হয়—স্বামী-স্ত্রীর এ বিচ্ছেদের আমিই বোধ
হয় কারণ হ'লুম !

প্রশান্ত—আপনার সে দুঃখ করবার কারণ নেই। নিখিলকে আমি যতদূর
জানি, কা'রও কথায় উত্তেজিত হ'য়ে কোন কাজ করা তা'র
প্রকৃতি নয়।

প্রতিভা—একবার কোন রকমে যদি ছ'জন্যর দেখা করা'তে পারতুম—

শ্রোতের ফুল

প্রশান্ত—তা'তেই বা কি ফল হবে ! বৌদি তো একেবারে ক্ষেপে আছেন !

নিখিলের উপর যেন তাঁর ভয়ানক ঘৃণা !

প্রতিভা—পুরুষ এমনই অন্ধ প্রশান্ত । নারীমনের এ রহস্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে দেখতে পায়না । তা'র বর্ণ-বিজ্ঞান তা'র বস্তু-বিজ্ঞানকে ঢেকে ফেলে । অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, নারীর মনস্তত্ত্বের সব-কিছুই জেনে ফেলেছি বলে' গর্ব্ব করতেও পুরুষ দ্বিধা করেনা । ডলি নিখিলকে শুধু ভালোবাসেনা, তা'কে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে—

প্রশান্ত—আপনি অবাক করলেন, দিদি !

প্রতিভা—শ্রদ্ধা করে ব'লেই আজ তা'র অভিমানও এত প্রচণ্ড ! আমি জোর করে' বলতে পারি, নিখিলের একটিমাত্র ইঙ্গিতে ডলি তা'র বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে । সে তা' পড়ত, শুধু তা'র বাপ তার অভিমানকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রেখেছেন । রোজই ডলি এখানে আসে, খোকাকে পাগলের মতো আঁকড়ে ধরে । আমি বলি—এরা তো চলে যাবে,—তোমার ছেলে, তোমার স্বামী, সে কেঁদে কেঁদে সারা হয় । কিন্তু যখনই আমি বলি, নিখিলকে ডাকাই, অমনি সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ! কি যে করি প্রশান্ত ! অথচ, একটা কিছু করাও দরকার !

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল—প্রশান্ত !

প্রতিভা—কাজ মিটল নিখিল !

নিখিল—মেটা'তে পাচ্ছি কই দিদি ! ঝগড়াট কি কম ? সংসারটি তো আর ছোট খাট পাতিনি ।

শ্রোতের কুল

প্রতিভা—তা'কে তুলছই বা কেন ? এ যেন নিজের নাক কেটে পরের
যাত্রাভঙ্গ !

নিখিল—যাত্রা যদি পরের হোত, তা'হলে তা' ভাঙ্গবার জন্ত নিজের নাক
কাটা দূরে থাকুক, একটি আঙুল তোলাও আমার দরকার
হ'তো না, কিন্তু যেখানে নাকটাকে কেটে না ফেললে
জানটাকেই বাঁচানো দায় হ'য়ে পড়ে, সেখানে নাক না কেটে
আর উপায় কি দিদি ! হাঁ, প্রশান্ত, তুমি যদি আমার একটু
কাজ করে' দাও !

প্রশান্ত—বল ।

নিখিল—খোকার জন্ত যে নার্স-টিকে সঙ্গে নেব মনে করেছিলাম,
এইমাত্র তিনি খবর দিয়েছেন যে তিনি যেতে পারবেন না ।
আর একটি নার্সের খবর তিনি দিয়েছেন । এই তা'র ঠিকানা ।
তুমি যদি একবার গিয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে এস । উপযুক্ত
মনে করলে সঙ্গে করেই আনবে ।

প্রশান্ত—এখনই যাচ্ছি ।

প্রতিভাকে ঈর্ষিত করিয়া প্রশান্ত

প্রতিভা—তুমি কি সঙ্গে নার্স নিচ্ছ নাকি ?

নিখিল—হাঁ । জাহাজে খোকার যদি কোন অসুখ-বিসুখ হয় । তা'ছাড়া
সেখানে গিয়েও লোক ঠিক করে' নিতে সময় লাগবে । আপনি
বোধহয় আমার উপর রাগ করেছেন, দিদি ! এতবার খবর
দিয়েছেন, আমি আসতে পারিনি !

প্রতিভা—রাগ ঠিক নয়, কিন্তু একটু দুঃখ হয়েছিল বৈকি ।

নিখিল—আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন, দিদি ।

শ্রোতের ফুল

প্রতিভা—কিন্তু, এ অবস্থা ডেকে আনবার তো কোন আবশ্যক ছিল না
নিখিল!

নিখিল—ডেকে তো আনি নি দিদি, আপনিই এসে পড়েছে। আর
এসেই যখন পড়েছে, তখন আমাকে তা' একাই সামলাতে
হবে। এতে আর কেউ সাহায্য করতে পারে না, এমন কি
আপনিও ন'ন।

প্রতিভা—সত্য কথা বলতে কি নিখিল, আমি একটু হাতাশ-ই হয়েছি।

নিখিল—কেন বলুন তো।

প্রতিভা—তোমার ব্যবহারে!

নিখিল—আমার ব্যবহারে?

প্রতিভা—এমন করে' পালিয়ে যাওয়াটা তোমার কাছে আমি আশা
করি নি।

নিখিল—পালিয়ে যাওয়া! হাঁ, অনেকটা তাই মনে হবো বটে!
আপনাদের কাছে এ নির্বাসন, আমার কাছে নতুন জীবনের
সন্ধান। কথাটা খুলেই বলি। ড'লকে যখন আমি যেতে
বলেছিলাম, তখন এ আমার উদ্দেশ্য ছিল না যে, চিরজীবন আমরা
আফ্রিকাতেই বাস করব। দু-এক বছর সেখানে থেকে, দু'জন
দুজনকে সম্পূর্ণ আপনার করে নিয়ে,—যা'র ভেতরে কলাভবনের
প্রলোভন নেই, মোহিতের স্থান নেই, উমাশঙ্করের কারসাজি
নেই,—এমনি নিজস্ব করেই আমরা দুজন দুজনকে পেয়ে,
যখন ফিরে আসব এই নিষ্ঠুর নগরীতে, তখন আর কিছুই
আমাদের সে শান্তির সংসার নষ্ট করতে পারবেনা। আর
যদি না যাই, আপনার কথায় বলতে গেলে, যদি না পালাই,—

শ্রোতের ফুল

একমাস যেতে না যেতেই আবার যেমন ছিল, সবই ঠিক তেমনি হবে। সেই মোহিত, সেই উমাশঙ্কর, সেই নাচের আড্ডা, সবই একে একে এসে জুটতে থাকবে। কাজেই, একেবারে আমূল পরিবর্তন ছাড়া আমাদের মুক্তির আর পথ নেই দিদি !

প্রতিভা—খোকাকে তা'হলে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

নিখিল—তা'র উপর কর্তব্য আমার আরও বেশী। এখানে তা'কে রেখে যা'ব কি আমার শ্বশুরকে আদর্শ করে' মানুষ হ'তে ?

প্রতিভা—কিন্তু—

নিখিল—না, দিদি, এর ভেতর কোন কিন্তু নেই। কর্তব্য যা', আমাকে তা' করতেই হবে।

প্রতিভা—ডলির উপর তোমার কোন কর্তব্য নেই !

নিখিল—কি করব আমি ! সে যদি আমার কথা না শোনে. সে যদি আমাকে ঘৃণা করে —

প্রতিভা—ঘৃণা করে ?

নিখিল—আমার তো তাই মনে হয়।

প্রতিভা—ভুল, ভুল, সে তোমাকে ভালোবাসে—শ্রদ্ধা করে।

নিখিল—তা' যদি হ'ত, আমার কাছে সে ফিরে আসত। অন্ততঃ আমাকে সে সুযোগ দিত তা'কে নিয়ে আসতে। সে দূরে থাকুক, সে তা'র বাবাকে পাঠিয়েছিল এটর্নী সঙ্গে দিয়ে আমার কাছ থেকে মোটারকমের দাঁও কষতে। আমি তা' দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। ব্যস্ আর কি ? তা'তেই সে খুশী !

প্রতিভা—খুশী ? মনে করে' দেখতো, ব্যাপরটা কি ঘটেছিল। কতবড় কঠোর কথা তুমি সেদিন তা'কে বলেছিলে !

শ্রোতের ফুল

নিখিল—যা' সত্য, তা'ই বলেছি।

প্রতিভা—সত্য! সত্যের খবর তুমি কি জানো! কতটুকু জানো? তুমি জগতকে বিচার করো তোমার নিজের মাপকাঠি দিয়ে—তা'র ভিতর কোথায় আছে গলদ, কোথায় আছে অসঙ্গতি, তোমার অভিমান তোমাকে তা' দেখতে দেয়না! অথচ, তোমার সেই খেয়ালের সঙ্গে যেটা না মিলবে, সেইটাই হবে মিথ্যা! এতবড় প্রকাণ্ড সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা পরমাণু তুমি,— বিশ্বের সমস্ত সত্য তু'ম জেনে' বসে' আছ,—এ অভিমান কেন তোমার? সত্য! মানুষের দুজ্জের—দুরধিগম্য অন্তরের সত্যের সন্ধান এক ভগবান ছাড়া আর কে জানে? আমরা সব শ্রোতের ফুল,—ঘটনার শ্রোতে ভেসে বেড়াই। সেই ভেসে-বেড়ানোর ভিতর সত্য নেই। সত্য না আছে আমাদের সেই প্রবহমান জীবনের কথায়,—না আছে তা'র কাজে!

নিখিল—যা' প্রত্যক্ষ দেখছি দিদি, তা'কেও কি তা'হলে সত্য বলে স্বীকার করব না?

প্রতিভা—অনেক সময় নয়। মিথ্যাও অনেক সময় সত্যের রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

নিখিল—আপনার মতে তা'হলে সত্য জানবার কোন উপায় নেই?

প্রতিভা—আছে। সত্য জানবার একমাত্র উপায়—দরদ। প্রেম, অনুরাগ, সহানুভূতি,—এরাই—শুধু এরাই খাঁটি সত্যকে চিনিয়ে দিতে পারে,—নইলে রাগের মাথায় আমরা যা' বলি, উত্যক্ত হ'য়ে যত কটুক্তি আমরা বর্ষণ করি, তা'র অনেকগুলি হয়ত ফ্যাক্ট হ'তে পারে, কিন্তু টুথ নয়!

শ্রোতের কুল

নিখিল—Fact, অথচ, truth নয় ! এ তো বড় নতুন কথা দিদি ।

প্রতিভা—কিছুই নতুন নয় নিখিল । থিংগ্‌স্ আর্ নট্ হোয়াট্ দে
ছীম (Things are not what they seem)—এ অতি
খাঁটি সত্য । ডলির সঙ্গে তুমি দেখা করো, তা'কে বোঝাও ।
তোমার একটি কথায়—

নিখিল—মাষ্টারি করতে আমার সময়ও নেই দিদি, প্রবৃত্তিও নেই ।

প্রতিভা—কা'ল যাচ্ছ—ফিরবে কবে ?

নিখিল—আর্ ফিরতে ইচ্ছা নেই ।

প্রতিভা—কোন দিন নয় ? এমনভাবে নিজেকে নির্বাসিত করায় কোন
পৌরুষ নেই নিখিল ।

নিখিল—কতকগুলি ক্লীবের মাঝে দাঁড়িয়ে পৌরুষ দেখানোর কোন
স্বার্থকতাও নেই দিদি !

(বাহিরের দরজা দিয়ে ডলি ও লুসির প্রবেশ । লুসি চট
করিয়া একবার চারিদিকে দেখিয়া লইয়া প্রতিভাকে
ইঙ্গিত করিয়া পিছন হইতেই চলিয়া গেল ।)

উমা—(নিখিলকে দেখিয়া চমকিয়া) তুমি ! লুসি, তুই যে বল্‌লি—

ইতস্ততঃ ফিরিয়া লুসিকে না দেখিয়া হঠাৎ ষামিল ।
দু'-এক মিনিট থাকিয়া, যাইবার জন্ত ফিরিল ।

প্রতিভা—(তাড়াতাড়ি) ডলি, ডলি, যাস্ না, কথা শোন !

ডলি—না । (উত্তেজনা চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে)

আমি এখন যাই, যাই—দিদি !

প্রতিভা—নিখিল, আমার অনুরোধ—

শ্রোতের ফুল

নিখিল—(একটু পরে) আমার সঙ্গে যাবে ডলি ?

ডলি—(রুদ্ধ উত্তেজনায় অশ্রু দিকে চাহিয়া)—না ।

নিখিল—বুঝে দেখ ডলি, জিদটাই সংসারে সব চেয়ে বড় নয় ! স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ শুদ্ধ একটা খেয়ালে মুছে যাওয়ার নয় । এখানকার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে বলেই আমি আফ্রিকায় যেতে চাইছি, —যাবে আমার সঙ্গে ?

ডলি—(উত্তেজিত ভাবে) না । যে ব্যবহার তুমি আমার সঙ্গে করেছ, যে অশ্রাব্য কথা তুমি আমাকে বলেছ, তারপর তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই !

প্রতিভা—(অশ্রুনের স্বরে) ডলি, ডলি—

নিখিল—তিন বছর ক্রমাগত তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ, আর একদিন এক মিনিটের জন্য যদি কোন রূঢ় কথা তোমাকে আমি বলেই থাকি, সে কি তোমার আমার মধ্যে এত বড় বাধাই গড়ে তুলেছে ?

ডলি—প্রচণ্ড—প্রচণ্ড বাধা !

নিখিল—তাই যদি, তবে থাক্ কাজ নেই । যে সম্বন্ধ এতটুকু আঘাত সহিতে পারে না,—যে সম্বন্ধ এমন কাচের মতো হুঁকো,—কাজ নেই তা'কে জোর করে' যোড়া-তালি দিয়ে—

ডলি—না । আমি তোমাকে ঘৃণা করি—

প্রতিভা—ডলি, ডলি, কি বল্ছিস্ ? হাতের ভিতর হাত চাপিয়া

একটি ভুলের জন্য সারাজীবন যে অনুতাপ করতে হয়, ডলি !

ডলি—কিছুমাত্র না ।

শ্রোভের ফুল

নিখিল—বেশ, তাই হোক চিরদিনের জগুই আমি দূরে চলে যাচ্ছি !

ডলি—খোকাকেও তুমি নিয়ে যাচ্ছ আমার বুক থেকে । ভেবেছ তা'কে নিয়ে গেলে, আমিও তোমার পিছনে পিছনে ছুটে যাব । না, আমি তা' যাব না । সে আমার যত মর্মান্তিক হোক ! মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও—এত বড় পাষণ্ড তুমি !

নিখিল—পাষণ্ড আমি ! (কঠিন হইয়া) খোকাকে তুমি চাও ?

ডলি—(আবেগে) চাই, চাই ! আমার খোকাকে ছেড়ে—

উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া সোফার উপর আছড়াইয়া
পড়িল । কিছুক্ষণ সকলে নীরব

নিখিল—তুমি তা'র যত্ন করবে ?

ডলি—(কাঁদিত্তে কাঁদিত্তে) হাঁ ।

নিখিল—তুমি তা'কে মানুষের মতো মানুষ করবে ?

ডলি—হাঁ ।

নিখিল—বেশ, রইল খোকা তোমার কাছে । মনে রেখো, সে, আমার ছেলে । সিংহশিশুকে ঠিক সিংহশিশু করে' গড়ে' তোলবার ভার রইল তোমার উপর ! তা'কে ক্লীব করে' তুলো না, তাকে বাবু সাজিয়ে না । (নিখিল খামিল । ডলি কাঁদিত্তে লাগিল সহসা তীব্রভাবে) রইল খোকা তোমার কাছে । আমি দেখতে চাই না তা'কে মোহিতের মতো—দেখতে চাইনা উমাশঙ্করের মতো, আমি দেখতে চাই তা'কে পুরুষ, যে পুরুষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ায়, নিজের শক্তিতে নিজের জীবনের পথ করে' নেয় ! (খামিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিত্তে করিত্তে) রইল খোকা

শ্রোতের ফুল

তোমার কাছে। একদিন যেন সে মাথা উঁচু করেই আমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। (অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া) সেদিন -- যদি পারো—তুমিও তা'র সঙ্গে থেকে, তেমনি মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে ! সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির আমি অপেক্ষার বসে' থাকুব—সুদূর আফ্রিকায় !

প্রস্থানোদ্ভূত। প্রতিভা চোখ মুছিতে লাগিলেন। ডলি ছুটিয়া গিয়া নিখিলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল—

ডলি—আমি যাব, আমি যাব—

নিখিল ফিরিল। ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এমন সময় উমাশঙ্কর ঝড়ের মতো প্রবেশ করিলেন—)

উমা—এমন সময় লুকিয়ে বেড়াবার মানে কি ? ডলির সেই কন্ভেয়েন্সটা—

নিখিল ও ডলিকে তদবস্থ দেখিয়া ধমকিয়া গেল।
প্রতিভা তাড়াতাড়ি ডলির হাত ধরিল।

নিখিল—আর তা'র দরকার নেই—

উমা—দরকার নেই ? মানে ?

নিখিল—ডলি আমার সঙ্গে যাচ্ছে—

উমা—তোমার সঙ্গে ?—আফ্রিকায় ! ডলি, ডলি—

ডলি নিখিলের বুকে যেন সংজ্ঞাহারা, শূন্যে পাইল না।

বলেছি তো, বাঙাল দেশের লোকে যাহু জানে ! চুলোয় থাক
গে ! তা'হলে প্রশান্তুর কন্ভেয়েন্সটা—

নিখিল—তা'রও আবশ্যক নেই—

উমা—কারণ ?

শ্রোতের ফুল

নিখিল—(ডলির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) কারণ, 'আফ্রিকায় আমি
যাচ্ছি না !

উমা—যাচ্ছ না ? তা'হলে কি চালাকি কচ্ছিলে না কি ?

নিখিল—ঠিক তা' নয়। ডলি যেতে চায়নি বলেই, আমি যাচ্ছিলাম
আফ্রিকায় ! কিন্তু সে যখন যেতে চেয়েছে, তখন যাওয়ার
প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে !

উমা—(বিড়বিড় করিতে করিতে) ফুরিয়ে গেছে ! ফুরিয়ে গেছে !

হঠাৎ উগ্রভাবে প্রতিভাকে দেখাইয়া

ইনি—ইনিই হচ্ছেন যত নাটের গুরু !

প্রতিভা—আমি নই—ভগবান। আমরা শুধু শ্রোতের ফুল, তিনি যে-দিকে
ভাসিয়ে নেন, সেই দিকেই ভেসে যাই—

উমা—(গজরাইতে লাগিলেন) শ্রোতের ফুল ! শ্রোতের ফুল !

যবনিকা

B1182



